NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ শান্তির লক্ষ্যে বৈঠক নিষ্ফলা, ইরানকে দোষারোপ ভান্সের

কেকেআরের ডুবন্ত নৌকো বাঁচাতে আসছেন পাথিরানা ৭

কলকাতা ১৩ এপ্রিল ২০২৬ ২৯ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.04.2026, Vol.19, Issue No. 301, 8 Pages, Price 3.00

আজ আশা নেই...

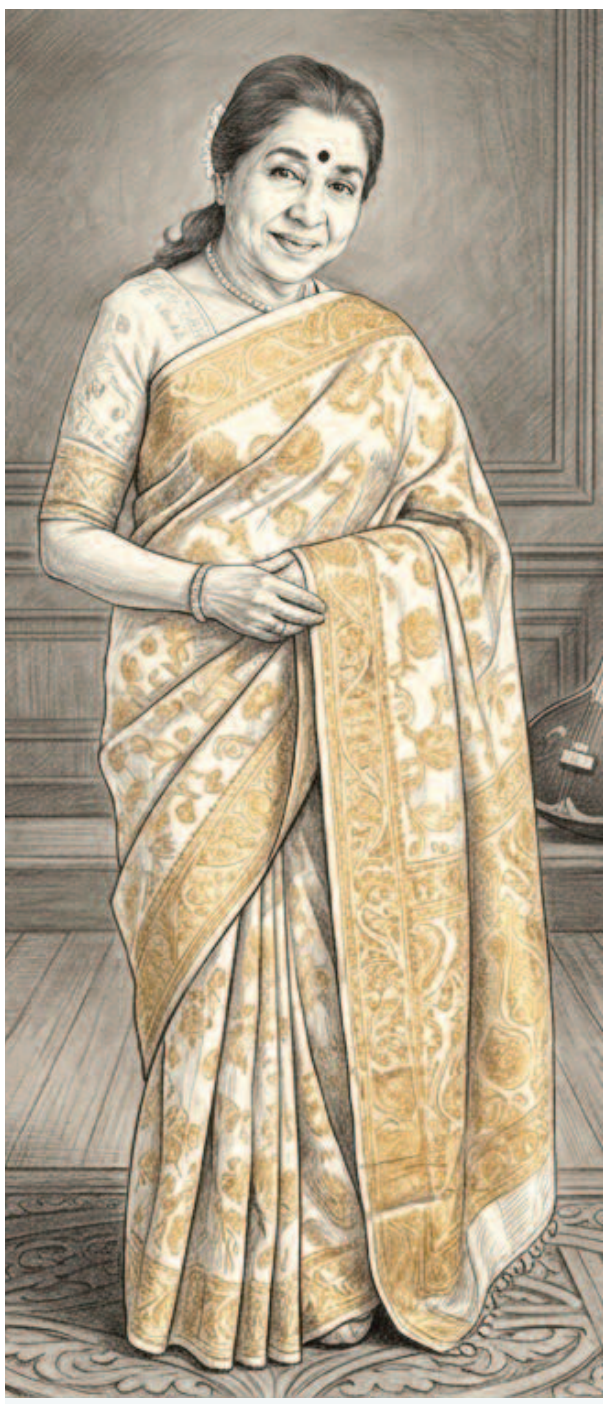

আশা ভোঁসলেজির সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপচারিতার মধুর স্মৃতি আমার রয়েছে। একজন শিল্পী এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজের শর্তে জীবনযাপন করেছেন। সুমধুর ও কালজয়ী কণ্ঠ দিয়ে তিনি কয়েক দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর পরিবার এবং অগণিত অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

—দ্রৌপদী মুর্মু

আশা ভোঁসলেজির অসাধারণ সঙ্গীতযাত্রা কয়েক দশক জুড়ে বিস্তৃত, যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সারা বিশ্বের অগণিত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তাঁর সুরেলা গান হোক বা প্রাণবন্ত সঙ্গীত, তাঁর কণ্ঠে ছিল চিরন্তন মাধুর্য। তাঁর সঙ্গে আমার কাটানো মুহূর্ত ও সাক্ষাৎগুলি আমি চিরকাল সযত্নে স্মরণে রাখব। —নরেন্দ্র মোদী

আশাজি প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন। বাংলাতেও ছিলেন সমান জনপ্রিয়।

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আশাজি সঙ্গীতের প্রতিটি ধারার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। আশাজি, যিনি তাঁর কণ্ঠ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছেন, তিনি শুধু হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, তামিল, গুজরাতি এবং আরও অনেক ভাষাতেই নয়, লোকগানেও এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। —অমিত শাহ

এটি সবার জন্য এবং ভারতীয় সংগীতের জন্য অত্যন্ত দুঃখের দিন। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার প্রিয় আশা তাই আর নেই। একজন সঙ্গীতশিল্পী, ভক্ত ও ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুর মতো আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। —শঙ্কর মহাদেবন

বলিউড সঙ্গীতের ইতিহাসে অন্যতম নাম তিনি। আশাজি যেন ভগবানের মতো। ছোটবেলা থেকেই ওঁর গান শুনেছি। আমি তখন ভাবিনি, মুম্বই গিয়ে এত বড় মাপের শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পারব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওঁর সঙ্গে বহু গান গাইতে পেরেছি। আমার পুত্র আদিত্যও 'রঙ্গিলা রে' গানটি গেয়েছিল আশাজির সঙ্গে।

—উদিত নারায়ণ

আশাজি তো সুস্থ সবল ছিলেন। মুম্বইের সঙ্গীতজগতের বন্ধুদের থেকেই জানতে পারি, উনি তো এখনও অনুষ্ঠান করতেন। প্রায়ই রেকর্ডিং স্টুডিয়োয় যেতেন। আমি চিরকাল আশা ভোঁসলের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। ওঁর মতো বহুমুখী শিল্পী আজও ভারতে কেউ নেই। গজল, ভজন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে পপ, ক্যাবারে সব গেয়েছেন।

— রূপঙ্কর বাগচী

ওঁর গান গাওয়ায় সুরের পাশাপাশি পারফর্ম্যান্সও থাকে। গাইতে গাইতে চরিত্র হয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।

— রূপম ইসলাম

মোদীর নিশানা উত্তরের বঞ্চনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির জনসভা থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উন্নয়ন থেকে জাতীয় নিরাপত্তা;প্রায় সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি।গত বছরের পাহাড়ি দুর্যোগের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে মানুষ যখন বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, তখন রাজ্যের নেতারা উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন।' একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রতি অবহেলার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'পর্যটন, যোগাযোগ বা শিল্প; কোথাও এই অঞ্চলের প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।' কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ নিয়েও কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, সেই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগেনি।

শুধু উন্নয়ন নয়, জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও এদিন সরব হন তিনি। শিলিগুড়ি করিডরের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, 'এটি দেশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। সেখানে আপসের রাজনীতি বিপজ্জনক।' তাঁর অভিযোগ, তোষণের রাজনীতির কারণে নিরাপত্তা প্রশ্নে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে।রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ে আরও তীব্র সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতি, ভয় দেখানো আর বিরোধীদের দমন; এই পথেই চলছে সরকার।' পাশাপাশি এখানেও আশ্বাস দেন, ক্ষমতায় এলে অতীতের সব অনিয়মের হিসাব নেওয়া হবে। রাজ্যের নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে মোদী বলেন, 'বাংলার মেয়েদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারের ঘটনায় দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার।' পাশাপাশি মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও প্রতিটি ব্লকে সহায়তা কেন্দ্র গড়ার প্রতিশ্রুতিও দেন।

উত্তরবঙ্গের মাটিতে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিকে যেমন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে শাসক দলকে নিশানা করলেন, তেমনই বাঙালি ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের কথাও তুলে ধরলেন। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ এবং টেবিল টেনিস তারকা মাম্ভ ঘোষ;এই দুই নাম বিশেষভাবে উচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মেয়েরা প্রতিভায় ভরপুর। রিচার আত্মবিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে, আর মাম্ভর সাফল্য দেশকে সমৃদ্ধ

করেছে।' তিনি দাবি করেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যেই ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।সভায় আদিবাসী ও রাজবংশী সমাজের অবদান স্মরণ করে পদ্মসম্মানপ্রাপ্ত সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায়-এর প্রসঙ্গও তোলেন তিনি।এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর মুখে সন্তানের নাম শুনে উচ্ছ্বসিত রিচার পরিবার। তাঁর পিতা বলেন, 'এর থেকে বড় স্বীকৃতি আর হতে পারে না।' অন্যদিকে মাম্ভ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'ওঁর আশীর্বাদই আমাদের প্রেরণা।'

বাঁচতে হলে গতি তৃণমূলই: মমতা

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া
ও বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

আগামী দিনে নিজের অধিকার নিয়ে বাঁচতে হলে তৃণমূল ছাড়া গতি নেই। ভোটপ্রচারে এসে ওন্দার সভামঞ্চ থেকে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ওন্দা হাই স্কুল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সুব্রত দত্তের সমর্থনে সভা করতে এসে তৃণমূল নেত্রী বললেন,

'আপনারা জানেন ওন্দার মাটি সম্প্রীতির মাটি। বিজেপি বা অন্য রাজনৈতিক দলকে একটা ভোটও দেবেন না।' আসানসোল উত্তরের প্রার্থী মলয় ঘটক ও আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভাতেও আগাগোড়া বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন 'বিজেপি বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এবারও তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে না। শুধু তাই নয়, বাংলায় সরকার গড়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লির গদি থেকে বিজেপিকে উৎখাত করবে।'

এদিন এসআইআর প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'আপনাদের জন্যই আমি সুপ্রিম কোর্টে লড়েছি।ওন্দাতে প্রচুর ভোটারের নাম লিস্ট থেকে বাদ গেছে। ভোটার লিস্টে নাম তুলতে হবে। ইভিএম মেশিনের দিকে নজর দিতে হবে। সব ইভিএম মেশিন পরীক্ষা করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি কড়া ভাষায় বলেন,'তুমি অনুপ্রবেশকারীর ভোটে জিতেছো নাকি? তা হলে তোমার পদত্যাগ করা উচিত।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন,'তুমি একটা রাঘব বোয়াল।' বিজেপি সম্পর্কে মমতার মন্তব্য, 'এরা কেউটে সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর,বিষধর সাপের থেকেও ভয়ংকর। বিজেপির নোংরা খেলা মানুষ বুঝে গেছে। আমরা কথা দিলে কথা রাখি, আর বিজেপি কথা দিলে চিটিংবাজি করে, বিজেপি পার্টি গিরগিটির মতো রূপ পালটায়। বিভিন্ন রাজ্যে তাদের বিভিন্ন রূপ। ভোট এলেই দিল্লি থেকে পরিযায়ী নেতারা চলে আসেন বাংলায়। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে। বিগত দিনে যে রাজ্যগুলিতে ভোট হয়েছে সেই রাজ্যবাসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট জিতেছে। এখন বাংলায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিতে এসেছে। কিন্তু বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না।'

স্বাস্থ্যসাথী,দুয়ারে সরকার, কৃষক ভাতা, খাদ্যসাথী,কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী,রূপশ্রীর খতিয়ান তুলে ধরে মমতা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, বিজেপি জিতলে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থাকবে কিনা, সবুজসাথী থাকবে কিনা, আপনার বাড়িঘর থাকবে কিনা, সেটা একটু ভেবে দেখবেন। ভারতবর্ষে ৪০ শতাংশ বেকার বেড়েছে আর বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকার কমেছে। বাংলাকে তিন টুকরো করার পরিকল্পনা করছে বিজেপি। আগামী দিনে নিজের অধিকার নিয়ে বাঁচতে হলে তৃণমূল ছাড়া কোনও গতি নেই।

'যেতে দাও আমায় ডেকো না'

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: 'অভি না যাও ছোড় কর, দিল অভি ভরা নহি' বলে হাজার ডাকলেও, আজ আর সাড়া দেবেন না কিন্নরকণ্ঠী। আসমুদ্র হিমাচল আজ সমস্ত শক্তি দিয়ে 'নহিঁ নহিঁ অভি নহিঁ' বলে ডাকলেও, মায়াজগৎ থেকে উত্তর আসবে 'নহিঁ নহিঁ কভি নহিঁ'। তাও মনে হয় তিনি এখনই গেয়ে উঠবেন, 'ম্যাঁয় থোড়ি দের জি তো লুঁ/ নশে কে ঘুঁট পি তো লুঁ'। আজ আশা নেই, তবে ভালোবাসা আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের আকাশ যদি নক্ষত্রপুঞ্জ হয়, তবে আশা ভোঁসলে সেই উজ্জ্বলতম ধ্রুবতারা, যা গত আট দশক ধরে নিজের দ্যুতিতে আসমুদ্র হিমাচলকে মুগ্ধ করে রেখেছে। লতা মঙ্গেশকরের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের সমান্তরালে আশা তৈরি করেছিলেন এক নিজস্ব ঘরানা, যেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। আবারও দিদি লতার সঙ্গে গানের লড়াই খেলতে গেলেন আশা। তবে তফাৎ শুধু জগতটার-কায়ালোক থেকে মায়ালোকে।

তবে পঞ্চাশের দশকটি নতুন মহিলাকণ্ঠের পক্ষে মোটেই খুব মসৃণ ছিল না বলিউডে। প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে তখন মধ্যগগনে বিরাজ করছেন শামসদ বেগম, গীতা দত্ত এবং উদীয়মানা শিল্পী হিসেবে তাঁরই সহোদরা লতা মঙ্গেশকর। ১৯৫২ সালে 'সঙ্গদিল' ছবিতে ওপি নাইয়ারের সুরে 'ছম ছমাছম' গানটিই ছিল তাঁর কেরিয়ারের প্রথম সীমানা পেরনো। এরপর ১৯৫৩-য় বিমল রায়ের 'পরিণীতা' এবং ১৯৫৪-য় রাজ কপূরের 'বুট পলিশ'। গীতা দত্ত বা লতা মঙ্গেশকরের পরেই তাঁর নামটি উচ্চারিত হতে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিতে। ১৯৫৭-য় বিআর চোপড়ার ছবি 'নয়া দৌড়ে' ফের ওপি নাইয়ারের সঙ্গে কাজ। ক্রমে আশা নজরে পড়েন শচীন দেব বর্মণের। ১৯৬৬-তে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। বিজয় আনন্দ পরিচালিত মিউজিক্যাল থ্রিলার 'তিসরি মঞ্জিলে' রাহুল দেব বর্মণের সুরে প্লেব্যাক করেন আশা। রাহুল চাইছেন দুরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

রাহুলের যাবতীয় এক্সপেরিমেন্টকে সফল করতে সর্বদাই যেন তৈরি ছিলেন আশা। ১৯৭১-এর ছবি 'ক্যারাভ্যানে'র 'পিয়া তু অব তো আ জা' যেন সাফল্যের শিখরকেও টপকে যায়। ১৯৭২-এ রাহুলের সুরেই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ছবিতে ঊষা উথুপের সঙ্গে আশা গেয়েছিলেন শীর্ষসঙ্গীতের একটি ভার্সন। সেই ছবিরই সর্ববৃহৎ হিট ছিল 'দম মারো দম'। আশা সেখানে কণ্ঠে তুলে এনেছিলেন হিপি সংস্কৃতির মূল তন্তুকে।

১৯৮১। মুজফ্ফর আলির ছবি 'উমরাও জানে' আশা কণ্ঠ দিলেন গজলে। খৈয়ামের সুরে 'ইন আখোঁ কি মস্তি', 'দিল চিজ ক্যা হ্যায়' প্রভৃতি গানে প্রমাণ করলেন দীর্ঘ সময় পশ্চিমি সুরে যাপন করলেও ভারতীয় গানের দুনিয়াতেও তিনি সমান অধিকারিণী। কয়েক বছর বাদে আবার গজল। রাহুলের সুরে গুলজারের 'ইজাজতে' 'মেরা কুছ সামান' জিতে নেয় জাতীয় পুরস্কার। ঊর্মিলা মাতোন্ডকর অভিনীত ছবি 'রঙ্গিলা'য় তাঁর সুরে 'তন্হা তন্হা' গাইলেন ৬২ বছরের আশা। ২০০১-এর রহমানের সুরেই 'লগান' ছবিতে 'রাধা ক্যায়সে না জলে' বা 'প্যার তু নে ক্যা কিয়া'য় 'কমবখ্ত ইশক' গেয়ে মাতিয়ে রেখেছেন গোটা দেশকে।

রাহুল দেবের সুরে তাঁর গাওয়া 'কিনে দে রেশমি চুড়ি', 'আজ যাই, আসব আরেক দিন' বা 'একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও' কেন যে এখনও পুজোমণ্ডপে বাজে। রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়েছেন আশা। ২০০৫-এও মধুর ভাণ্ডারকরের ছবি 'পেজ থ্রি'র বোনাস ট্র্যাক 'হুজুরেঁ আলা' শুনে একবারও মনে হয়নি, এই গায়িকা সত্তরের কোঠায় দাঁড়িয়ে। এবার আশা চললেন ফের স্বামীর হাত ধরে সুর মুর্ছনার জাদুতে পঞ্চমলোককে মাতাতে।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হবে শেষকৃত্য

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে দীর্ঘ আট দশক ধরে নিজের মোহময়ী কণ্ঠের জাদুতে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করার পর রবিবার অনন্তলোকে পাড়ি দিলেন পদ্মবিভূষণ আশা ভোঁসলে। আসমুদ্র হিমাচলকে শোকাহত করে ৯২ বছর বয়সে অবসান ঘটল সুরময়ীর যাত্রার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার রাতে হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে তড়িঘড়ি ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং মাল্টি-অর্গান ফেলিওরের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে ভেন্টিলেটরে থাকাকালীনই জীবনাবসান হয় তাঁর। সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত তাঁর মরদেহ লোয়ার পারেলের বাসভবনে শায়িত রাখা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ও গুণমুগ্ধরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন।

তোষণে তির, বাংলায় যোগী-ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: চৈত্র শেষের তপ্ত দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিতে রাজনৈতিক আগ্নেয়গিরি ছড়ালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর শাণিত বচনে মূলত তোষণ নীতি এবং রাজ্য আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতির অভিযোগ সামনে এসেছে। জাতীয়তাবাদ ও 'বন্দে মাতরম' ইস্যু তুলে তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই পুণ্যভূমিতে উগ্রপন্থার স্থান নেই। কাঁথিতে ভোটপ্রচারে এসে বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষা বিপন্ন বলে দাবি করে তিনি সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন শহরের মেয়রের উর্দুর প্রতি প্রীতির দিকে। এনি বাঁকুড়ার সভাতেও বাংলায় পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করেন যোগী।

২০২৪ সালে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'উপরওয়ালার আশীর্বাদে একদিন সংখ্যাগুরু হবেন সংখ্যালঘুরা।' তাঁর এই বক্তব্যের পর থেকেই তৈরি হয় বিতর্ক। যোগীর খোঁচা, 'কলকাতার মেয়র খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলার অর্ধেক বাসিন্দা উর্দুতে কথা বলবেন। তার মানে কারা বাংলা ভাষাকে মুছে দিতে চাইছেন। তাঁরা বাঙালির অস্তিত্ব মুছে দিতে চাইছেন। তাঁদের বলুন যাঁরা উর্দু বলতে চান, তাঁরা সে জায়গায় যাক, যেখানে উর্দু বলা হয়।'

২০১৭-র পূর্বের উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে বর্তমান বাংলার তুলনা টেনে দাঙ্গা ও অরাজকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন যোগী। রামনবমী ও দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বাধার ইস্যু ব্যবহার করে ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন তিনি। স্থানীয় জনসমাবেশে এক প্রৌঢ়ের মন্তব্য, 'এমন স্পষ্ট বক্তা আগে দেখিনি, উনি যা বলছেন, তা আমাদের মনেরই কথা।' আবার এক যুবক বলেন, 'বেকারত্ব আর তোলাবাজি থেকে মুক্তি পেতে এমন কঠোর শাসনেরই প্রয়োজন বাংলায়।'

মোথাবাড়িতে গ্রেপ্তার আরও এক,কংগ্রেস প্রার্থীও আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়ি-কাণ্ডে আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদেরি, আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ প্রায় ৫০ জন। এবার এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার হলেন মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসএফ দলের পঞ্চায়েত সদস্য গোলাম রব্বানি। রবিবার ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে মোথাবাড়ি এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেন এনআই কর্তারা। একইসঙ্গে মোথাবাড়ি-কাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী, ছাত্র পরিষদের কালিয়াচক ২ ব্লক সভাপতি আসিফ শেখ-সহ মোট তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন এনআইএ কর্তারা। তাঁদের মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানা এলাকায় এনআইএ-র অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের প্রধান কারণ: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেশপুর: রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর বিধানসভায় আয়োজিত জনসমাবেশে তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহার সমর্থনে জনসভা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সভামঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে তিনি সিপিএম ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন অভিষেক। বলেন, কেশপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জনসমর্থনের শক্তির কারণেই এই অঞ্চলে বিরোধী শক্তি কখনোই স্থায়ীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক আবেগ, আত্মবিশ্বাস এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। বর্তমান রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজই সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের প্রধান কারণ। ২০২৬ সালে এই কেশপুর বিজেপির শেষপুর। এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অভিষেকের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনে কেশপুরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দুর্গ হিসেবে ধরে রাখতে চায় এবং সেখানে বিরোধীদের এক

পা জায়গা ছাড়তে নারাজ।

সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নকে তিনি সরকারের বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বিরোধীদের তোপ দেগে আরও বলেন, সিপিএম ও বিজেপি অতীতে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, তা থেকে মানুষ এখন মুক্তি চায়।

কলকাতা পুলিশে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে কলকাতা পুলিশে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। যুগ্ম কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার স্তরে দায়িত্ব বণ্টনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে নতুন করে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখার দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যুগ্ম কমিশনার (সদর) হিসেবে সুদীপ সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা, কন্ট্রোল রুম, নির্বাচন সেল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে, সোমা দাস মিত্রকে যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) হিসেবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, সাইবার ও আদালত-সংক্রান্ত বিষয়গুলির দায়িত্বে আনা হয়েছে।

ইন্টেলিজেন্স শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেবস্মিতা দাসকে। বিশেষ শাখা ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংক্রান্ত দপ্তরগুলি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে। পাশাপাশি ট্রাফিক ও পরিবহণ-সংক্রান্ত একাধিক দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন রূপেশ কুমার।

অন্য দিকে, অতিরিক্ত কমিশনার স্তরেও দায়িত্ব বণ্টনে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা, নির্বাচন সেল, সশস্ত্র পুলিশ ও বিশেষ বাহিনী; একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের তদারকি করবেন দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংহ। একই সঙ্গে ট্রাফিক, সিসিটিভি সেল, ডায়াল ১০০, কমিউনিটি পুলিশিং; এই সব ক্ষেত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্তোষ পাণ্ডের হাতে।

বিশেষ শাখা, সিকিউরিটি ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি দে। অন্য দিকে, আধুনিকীকরণ, নিয়োগ, আর্থিক ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলির দায়িত্বে আনা হয়েছে অশেষ বিশ্বাসকে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ভোটের আগে প্রশাসনের ভিত মজবুত করতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এই পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচন সেল, আইন-শৃঙ্খলা এবং গোয়েন্দা শাখাকে আরও সক্রিয় করতে এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোটের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই কলকাতা পুলিশের অন্দরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। কমিশনের কড়া নির্দেশ মেনে যাতে প্রতিটি স্তরে নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই রদবদল; এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 08/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9799 নং এফিডেভিট বলে আমি Samsul Hanif Shaikh S/o. Md Hanif, R/o. Balihatta Paschim, Pandua, Hooghly- 712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Samsul Hanif Shaikh, Md Samsul Haque & Samsul Shaikh এবং আমার পিতা Md Hanif, Hanif, Haniph Sekh & Haniph Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার বিভিন্ন ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে। আমার সঠিক নাম Samsul Hanif Shaikh S/o. Md Hanif.

আমি, Priyanka Begam গত ইংরাজীর 06/04/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Priyanka Adhikari হইতে Priyanka Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 08/04/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 71 নং এফিডেভিট বলে আমি Priyanka Begam ও Priyanka Adhikari D/o. Pankaj Adhikari এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, ASHA RAMESH VASA W/O RAMESH VASA, RESIDENT OF 6, Sarat Bose Road, Flat 4B, Lansdowne Heights, Kolkata-700020 do hereby declare that I have changed my name from ASHA RAMESH VASA to ASHA VASA and henceforth I shall be known as ASHA VASA in all purpose, vide Affidavit No. 4720/26 sworn before the Notary Public in the court of Ld. Executive Magistrate (1st class) at Howrah on 09.04.2026. ASHA VASA and ASHA RAMESH VASA, ASHA R VASA all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Salil Kumar Bhattacharya,** son of Birendra Mohan Bhattacharjee residing at 4/2, Baishnab Ghata Bye Lane, Anukriti Apartment, Flat No. 5, P. S. Netajinagar, Rathtala, Naktala, Kolkata-700047 have changed my name and shall henceforth be known as **Salil Kumar Bhattacharjee** as declared before the Notary Public at Alipore Police Court, Kolkata-27, West Bengal vide affidavit No. Y-20/26 dated 10/04/2026. **Salil Kumar Bhattacharya** and **Salil Kumar Bhattacharjee** are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Madhumita Bhattacharya,** wife of Salil Kumar Bhattacharjee, residing at 4/2, Baishnab Ghata Bye Lane, Anukriti Apartment, Flat No 5, P. S.-Netajinagar, Rathtala, Naktala, Kolkata-700047 have changed my name and shall henceforth be known as **Madhumita Bhattacharjee** as declared before the Notary Public at Alipore Police Court, Kolkata-27 West Bengal, vide affidavit No. Y-21/26 dated 10/04/2026. **Madhumita Bhattacharya** and **Madhumita Bhattacharjee** are the same and Identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Rosalia James w/o James Mondal r/o 3rd Floor, Flat-C3, 9, Suri Lane, Kol-700014, do hereby declare that my mother's correct name is Taslima Khatoon w/o Lt. Md. Hossain @ Md. Hossen @ Mahammad Hassan and daughter of Late. Sk. Manik. My mother's name is wrongly recorded as Jaslima Khatoon in my passport (passport no. Y5096295). Taslima Khatoon and Jaslima Khatoon are the same and one identical person i.e. my mother and nobody else. Sworn vide affidavit no. 390 dt. 07.09.2026.

CHANGE OF NAME

I, KUNAL RAMESH VASA S/O RAMESH VASA, RESIDENT OF 6, Sarat Bose Road, Flat 4D, Lansdowne Heights, Kolkata-700020 do hereby declare that I have changed my name from KUNAL RAMESH VASA to KUNAL VASA and henceforth I shall be known as KUNAL VASA in all purpose, vide Affidavit No. 18002 sworn before the Notary Public in the court of Ld.Judicial Magistrate (1st class) Alipore on 04.02.2026. KUNAL VASA and KUNAL RAMESH VASA, KUNAL R VASA all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Kumar Rasiklal Vasa S/O Late Rasiklal Kapurchand Vasa, Resident OF 6, Sarat Bose Road, Flat 4B, Lansdowne Heights, Kolkata-700020 do hereby declare that I have changed my name from Ramesh Kumar Rasiklal Vasa to Ramesh Vasa and henceforth I shall be known as Ramesh Vasa in all purpose, vide affidavit no. 4719/26 sworn before the Notary Public in the court of Ld.Executive Magistrate (1st class) at Howrah on 09.04.2026. Ramesh Vasa and Ramesh Kumar Rasiklal Vasa, Ramesh Rasiklal Vasa, Ramesh R Vasa all are same and one identical person.

বিজেপি থেকে ফের তৃণমূলে যোগদান করলেন চন্দ্র কুমার বোস।

নিউ জেন প্রোগ্রাম চালু অ্যাডামাসে

কলকাতা: উচ্চশিক্ষাকে আরও বাস্তবমুখী ও কর্মসংস্থান-উপযোগী করে তুলতে বড় পদক্ষেপ নিল অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি। টিমলিজ এড টেক-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'নিউ জেন' ওয়ার্ক-লিঙ্কড ডিগ্রি প্রোগ্রাম' চালুর ঘোষণা করা হল এক সাংবাদিক বৈঠকে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া প্রতিনিধিরা, এইচআর বিশেষজ্ঞ, শিল্পক্ষেত্রের অংশীদার এবং নীতি নির্ধারকরা। কলকাতার উপকণ্ঠে ১২০ একর বিস্তৃত ক্যাম্পাস, ১০ হাজারেরও বেশি পড়ুয়া এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ-এই শক্তিকে ভিত্তি করেই অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি এই নতুন শিক্ষামডেল চালু করছে।

অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সমিত রায় বলেন, নিউ জেন প্রোগ্রাম আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। একাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানকে যুক্ত করে আমরা শিক্ষার্থীদের কর্মজগতে প্রবেশের একটি সুগম পথ তৈরি করছি।

কলকাতায় এএমওসিই-র চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন

কলকাতা: দেশে ক্রমশ বাড়ছে ওবেসিটি বা স্থূলতার সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে বড় উদ্যোগ নিল অ্যাসোসিয়েশন অফ মেটাবলিক অ্যান্ড ওবেসিটি ক্লিনিকস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজিস্টস। বিশ্ব স্থূলতা দিবস ও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে নিউটাউন, কলকাতায় আড়াই দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশ থেকে ১০০০-র বেশি চিকিৎসক অংশ নিচ্ছেন। এন্ডোক্রিনোলজি, কার্ডিওলজি, হেপাটোলজি, সাইকিয়াট্রি, অর্থোপেডিকস এবং প্রাইমারি কেয়ারের চিকিৎসকদের যৌথ উদ্যোগে এই নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ উদরীয় স্থূলতায় ভুগছেন। এর ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ফ্যাটি লিভারের মতো একাধিক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, স্থূলতা কোনও সাধারণ সমস্যা নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। এই সম্মেলনে ওজন কমানোর পাশাপাশি অঙ্গ সুরক্ষা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হয়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই এপ্রিল, ২৯শে চৈত্র। সোমবার। একাদশী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(জালিয়ান ওয়ালাবাগ দিবস। নীল পুজো। বরুথিনি একাদশী তিথি। শ্রীশ্রী নীল ষষ্ঠি ও বাতিদান।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রীমতি সুনীতা মাহাতো, স্বামী- দেওনাথ মাহাতো গত ইং. ২৫.১০.২০১১ তারিখে দলিল নং. I-7719/2011 এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে বিক্রেতাগন দ্বারা এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং-IV-14/08, তাং ২২.০১.২০০৮, প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী প্রদীপ রায়-এর নিকট হইতে নিম্নের তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. দাগ নং-১০৯১, এল.আর. খতিয়ান নং-৮৭, ২৯৫৮, ২৪৫৯, জমির পরিমান- ০২ কাঠা।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
সুনীতা মাহাতো

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি আনসুরী খাতুন গত ইং. ২৩.০৫.২০২২ তারিখে I-3554/2022 দলিল মূলে শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. হইতে আমার জমির বিক্রেতাগন ১। গৌতম কুমার, ২। পার্থ জানা, ৩। সিদ্ধার্থ জানা, ৪। মৌসুমী জানা দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং IV-257/19, তাং ১৭.১২.২০১৯, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, গ্রহীতা মনোজ ঘোষ এর নিকট হইতে নিম্নপ্রদত্ত তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান-১০৫৪, ১৪৩২, এল.আর. দাগ-৪৭৬৭, জমির পরিমান- ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৬ ব.ফু.।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ০১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
আনসুরী খাতুন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

অর্জুন সিংকে কাছে পেয়ে তৃণমূল নেতার দাদাগিরির নালিশ মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ছুটির দিন সকালে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারাকপুর রয়াল পার্ক থেকে ধানকল মোড় পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেন। রয়াল পার্কে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং-কে কাছে পেয়ে এক মহিলা কান্না জুড়ে দেন। ওই মহিলা স্থানীয় তৃণমূল নেতা নূরের দাদাগিরির নালিশ জানান বিজেপি প্রার্থীকে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে শাসকদলের ওই নেতার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ

নেওয়ার আশ্বাসও দিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। মহিলার অভিযোগ প্রসঙ্গে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়। তাহলে যার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে, দল নিশ্চিতরূপে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে।

অধর্ম করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে!

দিঘার মন্দির ঘিরে বিতর্কে নতুন আগুন পুরীর দৈতাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক উসকে দিলেন পুরীর দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজ। কলকাতায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, অধর্ম করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। এই বক্তব্যে রাজনৈতিক আবহে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

তিনদিনের এক মহাযজ্ঞে অংশ নিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মন্দির নির্মাণ পুণ্যের কাজ, কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর অভিযোগ, দিঘার মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি কাঠের পরিবর্তে পাথরে নির্মাণ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী। তাঁর কথায়, মহাপ্রভুকে পাথরে বন্দি করলে ভক্তের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। এখানেই থামেননি দৈতাপতি। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁরা শাস্তি পাবেনই। একই সঙ্গে ওড়িশার অতীত উদাহরণ টেনে তিনি দাবি করেন, সেখানে অধর্মের ফল মানুষ দেখেছে। ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ নিয়েও সতর্কবার্তা শোনান তিনি। তাঁর বক্তব্য, ভগবানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রভু সবার ঊর্ধ্বে।

স্মৃতির সলতেয় আগামীর শিখা, মোমের গায়ে উত্তাপ ছড়াচ্ছে এপ্রিলের ভোট-যুদ্ধ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

রাজনীতি কি শুধুই স্লোগান আর পেশিপ্রদর্শনের আখড়া? নাকি তার আড়ালে কোনো এক নিভৃত স্টুডিওতে নিঃশব্দে গলে যায় কয়েকশো কিলো সাদা মোম? এপ্রিলের গনগনে বিধানসভা নির্বাচনের আঁচ যত বাড়ছে, ততই চড়া হচ্ছে প্রচারের বাজার। তবে এবারের লড়াইয়ে বড় চমক কোনো জনসভার বক্তৃতা নয়, বরং শ্বেতশুভ্র মোমের শরীরে খোদাই করা রাজনীতির ঘরসংসার। বড়দিনের শান্ত গির্জা বা জন্মদিনের কেক নয়, এখন মোমবাতির গায়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তেরঙা হাত, গেরুয়া পদ্ম কিংবা লাল রঙের কাস্তে-হাতুড়ি। উত্তর কলকাতার বিকে পাল অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি ছোট ঘরে হাতের নিপুন জাদুতে তৈরি হচ্ছে এই 'রাজনৈতিক মোমবাতি'।

নজরকাড়া এই 'পলিটিক্যাল ক্যান্ডেল' বা 'রাজনৈতিক মোমবাতি'র নেপথ্যে রয়েছে এক অদৃশ্য লড়াই আর কয়েক প্রজন্মের উত্তরাধিকার। স্টুডিওর এক কোণে যখন বাবা পুরনো স্মৃতি হাতড়ান, তখন ছেলে তুহিনের সপ্রতিভ

হাতের তুলিতে প্রাণ পায় ২০২৬-এর ক্যালেন্ডার। বাবার কাছে এই মোম ছিল এক শান্ত আরাধনা, তুহিনের কাছে তা সময়ের দাবি মেনে নেওয়া এক আধুনিক বিপণন। তবুও প্রতিটি মোমবাতির সূক্ষ্ম কারুকাজে মিশে থাকে বাবার সেই পুরনো দিনের শেখানো পাঠ। বাবার স্মৃতি আর ছেলের সজীব কল্পনার এই যে মিশেল, তাই আজ বাজারের বড় সম্পদ।

বাজারে এর চাহিদা প্রসঙ্গে এক রাজনৈতিক কর্মীর অকপট স্বীকারোক্তি; সব দলেই তো পতাকা আর টুপি থাকে। কিন্তু প্রার্থীর হাতে বা মঞ্চে যদি এমন নিখুঁত প্রতীক দেওয়া মোমবাতি জ্বলে, তবে প্রচারের ওজন বেড়ে যায় বহুগুণ। মানুষ অন্তত দাঁড়িয়ে একবার দেখছে। স্মৃতিভারাতুর গলায় বৃদ্ধ বাবার স্বীকারোক্তি; স্মৃতি তো আসলে এক সলতে, যা চিরকাল মনের ভেতরে জ্বলতে থাকে। আমি যখন উৎসবে মোম গড়তাম, তখন ভাবিনি ভোটটাও একদিন এমন রঙিন উৎসব হয়ে উঠবে। ছেলে আজ আমার এই পুরনো শিল্পকে যে আধুনিক রূপ দিল, তা দেখে মনে হয় উত্তরাধিকারটা অন্তত বৃথা যায়নি। অন্যদিকে তুহিনের স্পষ্ট কথা, ঝান্ডা তো অনেকেই ধরেন, কিন্তু মিছিলে বা দলীয় মঞ্চে নিজের দলের প্রতীক খোদাই করা এই আভিজাত্যটুকুই মানুষের নজর কাড়ছে বেশি। প্রতিটি মোমবাতি কেবল এক একটি দলের হয়ে কথা বলছে না, কথা বলছে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের হয়েও। এর দামও আহামরি না হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর সাধ্যের মধ্যেই। তুহিন বলেন, এই মোমবাতির দুটো বিশেষত্ব আছে। কেউ চাইলে শুধু আগুন দিয়ে সলতে ধরাতে পারবে, আবার চাইলে এর ভিতরে দেওয়া এলইডি লাইট শুধু জ্বালানো যাবে। আবার চাইলে একসঙ্গে দুটোই জ্বলবে। সরাসরি সূর্যের আলো না পড়লে মোমবাতি গলবে না, এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এলইডি দেওয়া মোমবাতি ৮০০-৮৫০ টাকা ও শুধু মোমবাতি ৫৫০-৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে ভালো সাড়া মিলছে।

এপ্রিলের এই মহারণে রাজনৈতিক দলগুলো যখন একে অপরকে টেক্কা দিতে মরিয়া, তখন এই অভিনব প্রচারের অনুষঙ্গ তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বাড়তি অক্সিজেন। মিছিলে বা সভাঘরে এই প্রতীক-শোভিত মোমবাতি যখন জ্বলে ওঠে, তখন তা কেবল অন্ধকার দূর করে না, বরং প্রার্থীর ভাবমূর্তিতেও যোগ করে এক অনন্য গ্ল্যামার। ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের হিসাব কষবেন সাধারণ মানুষ। তবে স্মৃতির মোড়কে মুড়ে রাজনীতির এই যে শৌখিন বিপণন, তাতে এই বাবা-ছেলের জুটির জয় যে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এপ্রিলের ভোট-যজ্ঞে আগুনের চেয়েও বেশি তেজ ছড়াচ্ছে ঐতিহ্যের এই মোম-শিখা। আধুনিক সাংবাদিকতার ভাষায় বলতে গেলে, এটি কেবল একটি খবর নয়, বরং বিপণন আর রাজনীতির এক অনবদ্য মিশেল। লাল-নীল প্লাস্টিক ক্রেটে সাজানো সেই সারি সারি মোমবাতি যেন এক একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারক। মোমের নরম আবরণে ঢাকা থাকলেও, প্রতিটি শিল্পকর্মের ভেতরেই দাউদাউ করে জ্বলছে ২০২৬-এর নির্বাচনী পারদ। মলয়বাবুর এই শৈল্পিক প্রয়াস এপ্রিলের মহারণে কোন দলের জয়রথকে উজ্জ্বল করে তুলবে, তা সময় বলবে; তবে বাংলার হস্তশিল্প যে রাজনীতির আঙিনায় নতুন এক দিগন্ত খুলে দিল, তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ২৯ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার

জোকায় ভোট-তালিকা শুনানির আগে প্রস্তুতি, শুরুতেই ভোগান্তি

আজ রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে নাম যাচাই প্রক্রিয়া ঘিরে দক্ষিণ শহরতলির জোকায় তৎপরতা ক্রমশ চড়ায় উঠছে। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে শিগগিরই শুরু হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি পর্ব, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহও কম নয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে পারে কয়েক দিনের মধ্যেই। তার আগে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন বিচারপতিরা। পরিকাঠামো থেকে নথিপত্র; সবই খুঁটিয়ে দেখা হয়, যাতে শুরুতেই কোনও ত্রুটি না থাকে।

তবে বাস্তব চিত্রে ইতিমধ্যেই খানিক অস্বস্তির ছায়া। নির্দিষ্ট দিনে ডাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ এসে বিভ্রান্তির মুখে পড়েন। তমালি সেন নামে এক মহিলার ক্ষোভ, আমাদের আজ আসতে বলা হয়েছিল, এসে শুনলাম আবার কাল আসতে হবে! একই অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সুমি বোস। তাঁর কথায়, এখানে এসে জানলাম আজ কাজই হচ্ছে না, আবার ফিরতে বলা হল। এই প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। তবে আশাবাদী অনেকেই; শুনানি শুরু হলে বহু অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। সব মিলিয়ে, জোকার এই কেন্দ্র এখন শুধু প্রশাসনিক কার্যক্রম নয়, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু। নজর একটাই; শুরুটা কতটা সুশৃঙ্খল হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়রি এসআইআরে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। সবমিলিয়ে তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ যায়। এছাড়া তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লাখ ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় ছিল। এরপর ধাপে ধাপে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হয়। এদিকে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে বাংলায়। ফলে কমিশনের নিয়ম মোতাবেক, প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকা। এই ওরিস্থিতিতে যাঁদের নাম বাদ পড়ছে, তাঁদের আবেদন ট্রাইব্যুনাল খতিয়ে দেখবে। ইতিমধ্যে বাদ পড়া ভোটারদের দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন বিদয়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতিতে গতি আনতে রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা। আজই জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে একটি দল পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছবে বলে জানা গিয়েছে। সঙ্গে থাকবেন আরও দুই আধিকারিক। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফার ভোটকে সামনে রেখে একাধিক জেলায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষত পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলায় প্রশাসনিক প্রস্তুতি পর্যালোচনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, প্রথম পর্যায়ের ভোটার তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। ১৬টি জেলায় মোট ৩ কোটিরও বেশি নাগরিক ভোট দেওয়ার যোগ্য। পুরুষ, মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গ; তিন ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের ছবি উঠে এসেছে।

এক কমিশন আধিকারিকের কথায়, নির্ভুল যাচাইয়ের পর তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। যাতে কোনও যোগ্য নাগরিক বঞ্চিত না হন, সে দিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব বলছে, মুর্শিদাবাদে ভোটারের সংখ্যা সর্বাধিক, অন্যদিকে কালিম্পংয়ে সবচেয়ে কম।

ভোটের আগে কলকাতায় মাদকচক্রের ছায়া, উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে শহরজুড়ে কড়া নজরদারির মধ্যে ধারাবাহিক অভিযানে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। টানা দু'দিনে প্রায় চল্লিশ কেজি গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় তদন্তকারীদের নজরে উঠে এসেছে সুসংগঠিত পাচারচক্রের ইঙ্গিত। দমদম রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে এক নারী-পুরুষকে আটক করে তল্লাশিতে চমকে ওঠেন পুলিশকর্মীরা। মহিলার শরীরে লুকোনো ছিল প্রায় চার কেজির কাছাকাছি মাদক। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে, ওই মাদক অন্য এক অভিযুক্তের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে এসেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সূত্র ধরেই

বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আরও বড় চালান উদ্ধার হয়; একাধিক প্যাকেটে মজুত প্রায় পনেরো কেজি গাঁজা। পুলিশের অনুমান, বাজারমূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা।

তদন্তকারীদের ধারনা, এই মাদক ওডিশা থেকে শহরে ঢুকেছে। ফলে আন্তঃরাজ্য চক্রের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এক শীর্ষ আধিকারিকের স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনের আগে শহরকে সুরক্ষিত রাখতে কোনও রকম বেআইনি কারবার বরদাস্ত করা হবে না। এর আগে স্ট্র্যান্ড রোডেও বড় উদ্ধার মিলেছিল। লালবাজার সূত্রে খবর, ভোটের আগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে নাকা তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়েছে । মাদক বা বেআইনি নগদ লেনদেন, কোনও ক্ষেত্রেই ছাড় দিতে নারাজ পুলিশ। এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও আরও বাড়ানো হবে। নির্বাচনের আগে শহরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, কলকাতায় মাদকচক্রের জাল গভীর। এখন প্রশ্ন; মূল মাথাদের নাগাল কত দ্রুত পায় পুলিশ।

আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হৈমন্তী শুক্লা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুরের মায়া কাটিয়ে চিরনিদ্রায় কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। লতা মঙ্গেশকরের পর তাঁর বোন আশার এই চলে যাওয়া যেন ভারতীয় সংগীত ইতিহাসের একটি স্বর্ণযুগের সমাপ্তি। রবিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৯২ বছর বয়সি এই শিল্পী। এই শোক সংবাদে ভেঙে পড়েছেন বাংলার প্রবীণ সংগীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্ল। আশা ভোঁসলের প্রয়াণে নিজের শোকবার্তা জানাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন হৈমন্তী শুক্ল। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ভাবতেই পারছি না আশাদি আর নেই। এই তো সেদিন বিদেশ থেকে অনুষ্ঠান করে এলেন। জানি বয়সটা বড় ফ্যাক্টর, তবুও... লতাদির চলে যাওয়ার পর আশাদিই ছিলেন আমাদের সবার মাথার ওপর একটা বড় ভরসা। আজ মনে হচ্ছে মাথা থেকে ছাতাটা সরে গেল।

পুলিশের জালে জগদ্দলের ত্রাস সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশের জালে জগদ্দলের ত্রাস সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়া। বেশ কিছুদিন ধরে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছিল এই কালুয়া। শনিবার ভোরে নারায়ণপুর বাদামতলা থেকে পুলিশ কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে কালুয়ার শাগরেদদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করবে। প্রসঙ্গত, জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুরে বিজেপি কর্মী রাজু কুমার সাউ ওরফে মনুর বাড়িতে গত ৯ মার্চ দুপুরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দলের পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিয়েছিল বিজেপি কর্মী রাজু। সেই আক্রোশেই রাজুর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়া এবং তাঁর দলবল।

পরদিনই রাজুর দাদা অমিত সাউ ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল সুজিত ওরফে কালুয়া। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ নারায়ণপুর বাদামতলা থেকে কালুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, কালুয়া এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ স্থিরপাড়া বুড়ি বটতলা, কেউটিয়া, বড় শ্রীরামপুর-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষজন। অভিযোগ উঠেছে, কালুয়ার মাথায় শাসকদলের নেতাদের হাত থাকায় এতদিন পুলিশ ওকে ধরতে সাহস দেখায়নি। কিন্তু নির্বাচন বিধি জারি হতেই পুলিশ কালুয়াকে পাকড়াও করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শেষমেষ জগদ্দলের ত্রাস কালুয়া পুলিশের জালে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ যে কালুয়া ও তাঁর শাগরেদরা তৃণমূলের নেতাদের মদতে এলাকায় অপরাধ আর সিন্ডিকেট রাজ চালায়। পুলিশ একটি থার গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ৪১ টি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে।

এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার করলেন তৃণমূল প্রার্থী সন্দীপন সাহা। ছবি: অদিতি সাহা

চৌরঙ্গী বিধানসভায় রবিবাসরীয় প্রচারাভিযানে বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক। ছবি: অদিতি সাহা

তিলোত্তমার নবীন নাড়ির স্পন্দন, 'ফ্রি-বি' নয়, জেন-জি খুঁজছে মেধার মানচিত্র

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কফি হাউসের ধোঁয়াটে আড্ডা কিংবা রাসবিহারীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফে; রাজনীতির চেনা ছকে এবার ফাটল ধরাচ্ছে নতুন প্রজন্মের ভোট-দর্শন। আঠারো থেকে পঁচিশের কোঠায় থাকা কলকাতার 'জেন-জি' ভোটাররা এবার আর স্রেফ সরকারি খয়রাতি বা বিনোদনের চটকদার মোড়কে ভুলতে রাজি নয়। তাঁদের চোখে এখন আগামীর কলকাতা মানে এক আধুনিক মেধা-নির্ভর মানচিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে ইতিহাস বিভাগের ছাত্র অর্কপ্রভ মুখোপাধ্যায় বেশ কড়া সুরেই জানালেন নিজের মত। চৌরঙ্গী বিধানসভার এই ভোটারের কথায়, মাসিক কয়েকশো টাকার অনুদান দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কেনা যাবে না। আমরা এমন এক কলকাতা চাই যেখানে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে, যেখানে পড়ার শেষে স্যুটকেস গুছিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না। দক্ষিণ কলকাতার এক ক্যাফেতে বসে টালিগঞ্জ বিধানসভার ভোটার স্নেহা দত্ত আবার জোর দিলেন নিরাপত্তার আধুনিকায়নে। তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্য, রাত

বারোটাতেও একটা মেয়ে যেন নির্ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারে, এটুকুই ন্যূনতম দাবি। আর চাই স্টার্টআপ বা নতুন ব্যবসার জন্য সরকারি পরিকাঠামো। আমরা শুধু চাকরি খুঁজতে চাই না, কাজ তৈরিও করতে চাই।

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার চাইছেন ভবানীপুরের ভোটার আয়ুষ্মান কর। তাঁর আক্ষেপ, সেকেলে সিলেবাস আঁকড়ে একবিংশ শতাব্দীতে লড়াই করা অসম্ভব। আমাদের প্রয়োজন বিশ্বমানের গবেষণাগার আর আধুনিক কারিগরি শিক্ষা। বেলেঘাটার ভোটার রিয়া সরকার এবং জোড়াসাঁকোর অঙ্কিত জয়সওয়াল আবার সরব হলেন নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে। শ্যামবাজারের রিয়ার কথায়, পরীক্ষা দিয়ে ফলের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করা মানে তারুণ্যের অপমান। আমরা স্বচ্ছতা চাই।

অন্যদিকে, মেটিয়াবুরুজের ভোটার আরমান আলি মনে করেন, শহর মানে শুধু ফ্লাইওভারের কংক্রিট নয়। তাঁর মতে, আমরা দূষণমুক্ত তিলোত্তমা আর উন্নতমানের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা চাই। নাগরিক অধিকার যেখানে বিজ্ঞাপনের চেয়ে বড় হবে। কসবা এলাকার তরুণী তন্বী সেনগুপ্তের বয়ানে ধরা পড়ল উদারবাদী সুর। তিনি বললেন, আমি এমন এক শহরকে ভোট দেব যা আধুনিক হবে কিন্তু নিজের সংস্কৃতি হারাবে না। যেখানে ভিন্নমতের সম্মান থাকবে। আসন্ন নির্বাচনে মহানগরের এই তরুণ তুর্কিরা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে; তাঁরা আর রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হতে নারাজ। রঙিন প্রতিশ্রুতি বা বিনামূল্যের মায়াজাল ছিঁড়ে তাঁরা এখন খুঁজছে সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান আর এক সম্মানজনক আগামী।

ভোটের আগে কড়া নজরদারি, কেন্দ্রে কেন্দ্রে বাড়ছে সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট; বুথে ঢোকা প্রতিটি বৈধ ভোটারকে চিনে নেওয়াই প্রথম কাজ। সেই দায়িত্বেই থাকবেন বিএলও কর্মীরা। তাঁদের কাজকে ঘিরেই এবার গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নতুন শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা শুরু হয়েছে। নির্বাচনী দপ্তরের নির্দেশ, ভোটের আগে প্রতিটি ভোটারের হাতে সরাসরি পৌঁছে দিতে হবে তথ্যপত্র। কোনওভাবেই একসঙ্গে ফেলে রাখা নয়। এক আধিকারিকের কথায়, প্রত্যেক ভোটারের কাছে পৌঁছনোই লক্ষ্য, তবেই প্রক্রিয়া সঠিক থাকবে। একই সঙ্গে সতর্কবার্তা, পক্ষপাতের অভিযোগ উঠলেই কঠোর ব্যবস্থা। ভোটের দিন বুথে আলাদা সহায়তা কেন্দ্র থাকবে। সেখানে কর্মীরা তালিকা মিলিয়ে ভোটারদের নাম খুঁজে দিতে সাহায্য করবেন। এক কর্মীর কথায়, ভোটার যেন বিভ্রান্ত না হন, সেটাই প্রধান দায়িত্ব।

মহিলা ভোটারদের ক্ষেত্রেও আলাদা নজর। প্রয়োজনে মহিলা কর্মী দিয়ে পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে নজরদারিতে প্রযুক্তির

ব্যবহারও বাড়ছে। ক্যামেরা, উড়ন্ত যন্ত্র, চলমান পর্যবেক্ষণ; সব মিলিয়ে প্রতিটি বুথ কার্যত নজরের মধ্যে। এক শীর্ষ কর্তার মন্তব্য, শান্তিপূর্ণ ভোটই একমাত্র লক্ষ্য, কোনও গাফিলতি মেনে নেওয়া হবে না। অভিযোগ-প্রত্যঅভিযোগের মাঝেও প্রশাসনের এই কড়াকড়ি যে নির্বাচনী লড়াইকে আরও সংবেদনশীল করে তুলছে, তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণে বাড়বে গরম, উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের অন্তিম পর্বে রাজ্যের আবহাওয়ায় দ্বিমুখী ছবি। একদিকে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ক্রমশ বাড়ছে গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দাপট অব্যাহত। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আবহাওয়া বদলালেও মূলত শুষ্ক পশ্চিমী ও উত্তর-পশ্চিমী বাতাসের কারণে গরম বাড়বে পাল্লা দিয়ে। রবিবার মহানগরের তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রির আশেপাশে এক আধিকারিকের কথায়, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই প্রাধান্য পাবে, ফলে গরমের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়বে। ১৪ এপ্রিল থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা গরমের দাপট কমাতে পারবে না বলেই ইঙ্গিত। নববর্ষের দিনেও আংশিক বৃষ্টির আভাস থাকলেও ভ্যাপসা গরম বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলোতে ফের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুই মেদিনীপুরে হালকা বর্ষণ হতে পারে। তবে ১৪ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া চরমে পৌঁছাবে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচ দিনে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে লু-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং; এই তিন জেলায় বৃষ্টির দাপট বেশি থাকতে পারে। বৃষ্টির পাশাপাশি এই জেলাগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। আবহাওয়ার এই বৈপরীত্যই চৈত্রশেষে রাজ্যবাসীকে ফেলেছে অস্বস্তির মুখে; একদিকে ঝড়বৃষ্টি, অন্যদিকে ঘাম ঝরানো গরম।

বকেয়া ডিএ নিয়ে টালবাহানা না করে ২০ এপ্রিলের মধ্যে গ্রান্ট-ইন-এইড থেকে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার দাবি ও ভোটকর্মী শিক্ষকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রবিবার হাজরা মোড়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ঘুরে দাঁড়াবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ফের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ঘুরে দাঁড়াবে। রবিবার বিকেলে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে পদযাত্রায় পা মিলিয়ে এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন ভাটপাড়ার কুলি ডিপো মোড় থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই পদযাত্রা ভাটপাড়া মোড় হয়ে কাঁকিনাড়ার রথতলা রেলওয়ে ব্রিজ অতিক্রম করে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে রথতলা মোড়ে শেষ হয়। পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে পদযাত্রায় পা মিলিয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে রুগ্ন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল ফের ঘুরে দাঁড়াবে। তাছাড়া গোটা বাংলায় নতুন নতুন শিল্প হবে। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, ভাটপাড়া বিজেপির গড়। ২০১৯ সালের উপ-নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতেছেন। তাছাড়া ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী এই কেন্দ্র থেকে জিতেছে। এবারেও ভাটপাড়ার মানুষ বিজেপি প্রার্থীকেই আশীর্বাদ করবেন। তাঁর কথায়, ভাটপাড়ার মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে আছেন। তেমনি এখানকার মানুষ মোদীজির সঙ্গে আছেন। প্রসঙ্গত, এদিন পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, দুয়ারের সরকারের পর দুয়ারে স্বাস্থ্য হবে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কিংবা নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল অথবা কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে আপনারা গেলেই দুয়ারে স্বাস্থ্যের নুমনা দেখতে পারবেন। উক্ত পদযাত্রায় বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়ার কনভেনার সঞ্জিত সিং, যুব নেতা পিন্টু সিং, গুড্ডু সিং, ভাটপাড়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, ভাটপাড়া-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

‘ইমার্জেন্সি প্রকিওরমেন্ট পাওয়ার’ দেশের তিন বাহিনীকেই শক্তিশালী করবে

দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আধুনিক, আরও শক্তিশালী করতে এবার বড়সড় পদক্ষেপের পথে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এই লক্ষ্যে স্থল, বিমান ও নৌ, এই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে এবার তাদের জন্য চালু হচ্ছে ইমারজেন্সি প্রকিওরমেন্ট পাওয়ার। সরকারের মতে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তিন বাহিনীর জন্য অত্যন্ত কার্যকরি হবে। ইমারজেন্সি প্রকিওরমেন্ট পাওয়ার, বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে? সহজ কথায় বললে, সামরিক উপকরণ ক্রয় করার ক্ষেত্রকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ কর। সামরিক উপকরণ ক্রয় করার ক্ষেত্রে এবার এই নতুন নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। এর লক্ষ্য একটাই, আর সেটা হল, তিন সামরিক বিভাগের মধ্যে যার যখন যে সামরিক সরঞ্জামের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা যাতে তারা নিজেরাই করে নিতে পারে। নয়া নীতির ফলে এটা বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করে ফেলতে পারবে তাঁরা। এর জন্য তাদের সরকারের ওপরমহলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। এতে কাজে গতি আসবে। সেজন্য স্থল, বায়ু, নৌ, তিন বাহিনীকেই ‘ইমার্জেন্সি প্রকিওরমেন্ট পাওয়ার’ দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের ফাঁদে পড়ে সামরিক কেনাকাটা যেন থমকে না যায়, তা সুনিশ্চিত করা হবে। সেই কবে কেন্দ্রীয় স্তরের কোন বৈঠক হবে, সেখানে অনুমোদন দেওয়া হবে, এই পুরনো ব্যবস্থা আর থাকবে না। এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে বহু সামরিক ‘ডিল’-এ অকারণ দেরি হয়েছে। সামরিক সরঞ্জাম ডেলিভারিও আটকে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সূত্র বলছে, আবার বিপুল সামরিক সরঞ্জাম কেনার একটি পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে হঠাৎই প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছে। সেই কারণেই কমব্যাট রেডিনেস নীতি নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে কোনও মুহূর্তে সিদ্ধান্ত এবং পরক্ষণেই যাতে অভিযানে নামা যায় সেরকমই প্রস্তুতি যেন সর্বদাই থাকে তিন বাহিনির, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আর সেই লক্ষ্যেই ইমারজেন্সি প্রকিওরমেন্ট চালু করতে সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার।

শব্দছক ১২৯

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. বনাগ্নি ৪. চেতনাহীন ৬. স্থূলোকায় ৭. পালটানো ৮. ঐশ্বর্য্য ৯. লোম ১০. রক্ষাকারি ১২. ঝগড়া ১৪. মৃদু-মন্দ বাতাস ১৫. দনুর পুত্র ১৭. বাবা ১৮. রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ১৯. গড়খাই ২০. ভীমের অস্ত্র ২১. রামের ভ্রাতা ২২. ওষ্ঠাগত প্রাণ

ওপর-নিচ: ১. বিদ্যাসাগর যে নদ সাঁতরে পেরিয়েছিলেন ২. ছোটমাছের এক প্রজাতি ৩. নুন ৪. শ্রীফল ৫. লজ্জা ৮. কাজের চাপ ৯. কান্না ১১. শক্তি ১৩. কঠিন আবরণযুক্ত ফলবীজ ১৬. দেবতার উদ্দেশ্যে পশুহত্যা ১৭. এক ধরণের বৃক্ষ ১৮. গবাদিপশু চরায় যে জন ১৯. প্রতিজ্ঞা ২০. এক প্রকার শুকনো মিষ্টান্ন।

সমাধান ১২৮ — পাশাপাশি: ১. চরম ৫. আন্তরিকতা ৮. কল্পলোক ৯. ছাগ ১২. গড় ১৩. অমত ১৫. তরজা ১৬. কলি ১৭. নইলা ১৮. কপি ১৯. গান ২০. পরম

ওপর-নিচ: ২. রক্তাল্পতা ৩. ক্লান্ত ৪. হাঁক ৫. আকছাড় ৬. রিক্ত ৭. তাম্র ১০. যম ১১. গতর ১২. জানন ১৩. অলি ১৪. তথাপি ১৬. কলাপ ১৮. কম

আজকের দিন

■ **১৯১৯** — ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারতের অমৃতসরে শত শত নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী ও তীর্থযাত্রীকে হত্যা করে।

■ **১৯৭০** — অ্যাপোলো ১৩ মহাকাশযানে একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে চন্দ্রাভিযান ব্যাহত।

■ **১৯৮৬** — জ্যাক নিকলাস তাঁর ষষ্ঠ মাস্টার্স টুর্নামেন্ট জয় করেন।

জন্মদিন

১৯৪০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নাজমা হেপতুল্লার জন্মদিন।*

১৯৭১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কার্লটন চ্যাপম্যানের জন্মদিন।*

১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কেসি কারিয়াপ্পার জন্মদিন।*

নাজমা হেপতুল্লা

নন্দলাল বসু

শিল্প যেখানে সাধনা, জীবন যেখানে ক্যানভাস

বেবি চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের শিল্প-ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে, যাদের উচ্চারণ মানেই যেন এক বিস্মৃত অথচ চিরন্তন সুরের জেগে ওঠা। সেই সুরের অন্যতম স্রষ্টা নন্দলাল বসু - একজন শিল্পী, যিনি কেবল ছবি আঁকেননি, এঁকেছেন এক জাতির আত্মপরিচয়, এক সভ্যতার অন্তর্লীন স্পন্দন।

১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর, বিহারের মুঙ্গের শহরের নিস্তব্ধ প্রভাতে তাঁর জন্ম। জন্ম যেন এক সাধারণ ঘটনা, অথচ তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল অসাধারণ সম্ভাবনার বীজ। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন আলাদা - যেখানে অন্য শিশুরা খেলায় মেতে ওঠে, সেখানে নন্দলাল খুঁজে পেতেন মাটির ভাঁজে, পাতার রেখায়, নদীর ঢেউয়ে এক অদ্ভুত ছন্দ। তাঁর কাছে পৃথিবী ছিল এক খোলা ক্যানভাস - যেখানে প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি চিত্র হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

তাঁর শিল্পজীবনের প্রকৃত সূচনা ঘটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সান্নিধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ শুধু শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক - যিনি নন্দলালকে শিখিয়েছিলেন, তশিল্প মানে নিজের মাটির ভাষায় কথা বলা।দ পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, বরং ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারই হয়ে ওঠে তাঁদের সাধনার মূলমন্ত্র। সেই শিক্ষায় নন্দলাল বুঝেছিলেন, শিল্প কেবল চোখে দেখা নয় - এ এক অন্তরের উপলব্ধি।

কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পড়াশোনা তাঁকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিলেও, তাঁর মন খুঁজছিল আরও গভীর কিছু - এক এমন স্থান, যেখানে শিল্প ও জীবন একাকার হয়ে যায়। সেই খোঁজ তাঁকে নিয়ে আসে শান্তিনিকেতন-এ। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সান্নিধ্যে তিনি যেন নতুন করে জন্ম নিলেন। শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশ, গাছপালা, মাটির গন্ধ, মানুষের সহজ জীবন - সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পের ভিত।

কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে নন্দলাল বসু শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না - তিনি ছিলেন এক নির্মাতা, এক স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর হাত ধরে তৈরি হয় এক নতুন শিল্পধারা, যা পরবর্তীকালে তবেঙ্গল স্কুলদ নামে পরিচিত হয়। এই ধারায় পাশ্চাত্যের কঠোর বাস্তবতার বদলে জায়গা করে নেয় স্ব প্ন, কল্পনা, ঐতিহ্য আর আত্মিক সৌন্দর্য। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের দিগন্ত উন্মোচন করেন - যা প্রমাণ করে, নন্দলাল কেবল নিজেই সৃষ্টিশীল ছিলেন না, তিনি অন্যদের মধ্যেও সৃষ্টির আগুন জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

নন্দলাল বসু ছিলেন এক শিল্পী, যিনি ক্যানভাসে শুধু ছবি আঁকেননি - তিনি সময়কে বেঁধেছেন রেখায়, ইতিহাসকে রঙে, আর মানুষের আত্মাকে তুলে ধরেছেন শিল্পের ভাষায়। তাঁর কাজ আমাদের শেখায় - শিল্প মানে কেবল সৌন্দর্য নয়, শিল্প মানে সত্য, শিল্প মানে জীবন, শিল্প মানে নিজের মাটিকে নতুন করে চিনে নেওয়া।

তাঁর শৈল্পিক খ্যাতির কারণ হলো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় কৌশলের সাথে আধুনিক সংবেদনশীলতার নিপুণ সংমিশ্রণ, যার ফলে একটি স্বতন্ত্র শৈলীর সৃষ্টি হয় যা একটি সত্যিকারের ভারতীয় শৈল্পিক পরিচয় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশের আনুষ্ঠানিক শিল্পী হিসেবে তিনি বেশ কিছু প্রতীকী শিল্পকর্ম তৈরি করেন, যার মধ্যে রয়েছে ‘গান্ধীর ডান্ডি মার্চ’-এর বিখ্যাত লিনোকাট এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর ফরমায়েশে তৈরি ‘হরিপুরা কংগ্রেস’ পোস্টার। চিত্রকলার বাইরেও জাতীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিস্তৃত ছিল; নন্দলাল বসু ভারতের সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপির অলঙ্করণ করেন এবং ‘ভারত রত্ন’-সহ বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ সম্মানের জন্য প্রতীকচিহ্ন নকশা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর শৈল্পিক মর্যাদাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল, কারণ তিনি ঠাকুরের বেশ কয়েকটি সাহিত্যকর্মের অলঙ্করণ করেন এবং তাঁর নাটকের মঞ্চসজ্জায় অবদান রাখেন। এছাড়াও, শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের প্রথম পরিচালক হিসেবে বোস প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিল্পীদের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন।

১৮৯৭ সালে, পনেরো বছর বয়সে, নন্দলাল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। তিনি সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন, যেখানে কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যিনি পরবর্তীকালে ওমর খৈয়ামের রচনাবলীর অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এরপর তিনি এফএ (ফার্স্ট আর্টস) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজে যোগ দেন, যদিও শিল্পকলার প্রতিই তাঁর প্রকৃত অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন, যেখানে তাঁকে একই ধরনের পড়াশোনার বাধার সম্মুখীন হতে হয়।*

১৯০৩ সালে নন্দলাল বসু মাত্র বারো বছর বয়সী সুধীরা দেবীকে বিয়ে করেন। তাঁদের বিবাহের পর, নন্দলালের শ্বশুর প্রকাশচন্দ্র পাল তাঁকে ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু ছবি আঁকা ও চিত্রকলার প্রতি তাঁর অদম্য অনুরাগের কারণে নন্দলাল পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হিমশিম খেতেন। এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই অতুল মিত্রের কাছ থেকে মডেল ড্রয়িং, স্টিল লাইফ এবং সস পেইন্টিং শিখে তাঁর শৈল্পিক দক্ষতার বিকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন।

প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার শিল্পকর্ম দ্বারাও নন্দলাল উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো তাঁর মৌলিক চিত্রকর্ম ‘মহাশ্বেতা’, যা বর্মার শৈলী থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল। একজন গুরুর সন্ধানের সময়, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম, বিশেষ করে ‘বুদ্ধ’ ও ‘সুজাতা’-র সন্ধান পান। এই শিল্পকর্মগুলি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে, যা তাঁকে তাঁর নিজের শৈল্পিক প্রচেষ্টায় অনুরূপ বিষয়বস্তু অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করেছিল।

কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পড়াশোনা তাঁকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিলেও, তাঁর মন খুঁজছিল আরও গভীর কিছু;এক এমন স্থান, যেখানে শিল্প ও জীবন একাকার হয়ে যায়। সেই খোঁজ তাঁকে নিয়ে আসে শান্তিনিকেতন-এ। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সান্নিধ্যে তিনি যেন নতুন করে জন্ম নিলেন। শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশ, গাছপালা, মাটির গন্ধ, মানুষের সহজ জীবন;সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পের ভিত।

কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে নন্দলাল বসু শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না;তিনি ছিলেন এক নির্মাতা, এক স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর হাত ধরে তৈরি হয় এক নতুন শিল্পধারা, যা পরবর্তীকালে তবেঙ্গল স্কুলদ নামে পরিচিত হয়। এই ধারায় পাশ্চাত্যের কঠোর বাস্তবতার বদলে জায়গা করে নেয় স্বপ্ন, কল্পনা, ঐতিহ্য আর আত্মিক সৌন্দর্য। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের দিগন্ত উন্মোচন করেন;যা প্রমাণ করে, নন্দলাল কেবল নিজেই সৃষ্টিশীল ছিলেন না, তিনি অন্যদের মধ্যেও সৃষ্টির আগুন জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

নন্দলাল বসুর শিল্পে যে ভারত ধরা পড়ে, তা কোনো কৃত্রিম বা আড়ম্বরপূর্ণ ভারত নয়। তাঁর ছবিতে আমরা

দেখি গ্রামবাংলার সরল জীবন, কৃষকের পরিশ্রম, নারীর নীরব শক্তি, উৎসবের রঙিন উল্লাস। তাঁর তভরত মাতাদ যেন এক মমতাময়ী রূপ;যেখানে দেশকে দেখা যায় এক স্নেহশীল মাতৃমূর্তি হিসেবে। তাঁর তসতীদ, তঅর্জুনদ, তশিব-পার্বতীদ প্রভৃতি কাজে পুরাণ ও ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তাঁর শিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতিই হল সবচেয়ে বড় শিল্পী, আর মানুষ তার কেবল অনুবাদক। তাই তাঁর ছবিতে গাছের পাতার সরল রেখা, নদীর নরম ঢেউ, পশুপাখির চলন;সবই এত স্বাভাবিক, এত জীবন্ত যে মনে হয়, যেন প্রকৃতি নিজেই কথা বলছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাঁর শিল্প এক নতুন মাত্রা পায়। মহাত্মা গান্ধী-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি

তাঁকে অন্য শিল্পীদের থেকে আলাদা করে তোলে।

১৯৫৪ সালে তপদ্মবিভূষণদ সম্মানে ভূষিত হওয়া তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হলেও, তাঁর প্রকৃত সম্মান লুকিয়ে আছে মানুষের হৃদয়ে। কারণ তাঁর শিল্প কোনো নির্দিষ্ট সময় বা প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়;তা চিরকালীন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও, বোস শিল্প জগতে সক্রিয় ছিলেন এবং ছবি আঁকা ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁর আজীবন সম্পৃক্ততা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলিতে প্রায়শই এক গভীর সরলতা এবং সামঞ্জস্যের উপর জোর প্রতিফলিত হয়েছে।

শিল্পের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সরলতা

এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য। তাঁর চিত্রকর্ম প্রায়শই দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে এবং গভীর সংবেদনশীলতার সাথে গ্রামীণ ভারতের দৃশ্য ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, হরিপুরা পোস্টারগুলি তাদের প্রাণবন্ত রঙ এবং কৃষক, তাঁতি ও অন্যান্য গ্রামীণ চরিত্রের শৈল্পিক চিত্রায়নের জন্য পরিচিত, যা মর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দেয়। তাঁর ওয়াশ কৌশলের ব্যবহার শিল্পকর্মে একটি কোমল ও সাবলীল ভাব যোগ করেছে, যা প্রশান্তি ও গভীরতার অনুভূতি তৈরি করে। তিনি লিনোকাট এবং উডকাটের মতো অন্যান্য মাধ্যমেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, যা বিভিন্ন কৌশলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং দক্ষতার পরিচয় দেয়।

ঐতিহ্য ও আধুনিক উপাদানের সমন্বয় সাধনে বোসের দক্ষতা তাঁর শিল্পকে এক কালজয়ী রূপ দান করেছে। তাঁর শিল্পকর্ম কেবল দৃষ্টিনন্দনই নয়, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী অর্থেও সমৃদ্ধ। সরলতা, সামঞ্জস্য এবং সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতার মতো শৈল্পিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি এমন এক শিল্পকর্মের ধারা সৃষ্টি করেছেন যা একদিকে যেমন ভারতীয় পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে অনুরণিত হয়, তেমনই অন্যদিকে সার্বজনীন নান্দনিকতাকেও আকর্ষণ করে।

যদিও বোস তাঁর জীবদ্দশায় মরণোত্তর প্রাপ্ত স্বীকৃতির সমতুল্য কোনো আনুষ্ঠানিক পুরস্কার পাননি, তবুও ভারত সরকার এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর প্রভাবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করেছিল। দেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তাঁর অমূল্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৪ সালে তাঁকে ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণে ভূষিত করা হয়। এই পুরস্কারটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে।

শিল্পী ও শিক্ষাবিদ হিসেবে বোসের কীর্তি বিভিন্ন প্রদর্শনী ও পূর্বাবলোকনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে, যার অধিকাংশই ভারতীয় শিল্পের গতিপথে তাঁর প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাদান এবং তাঁর শিষ্য শিল্পীদের মাধ্যমে তাঁর প্রভাব আজও বিদ্যমান, যা নিশ্চিত করে যে তাঁর অবদান ভারতের শৈল্পিক পরিচয়ের এক মৌলিক অংশ হয়ে থাকবে।

নন্দলাল বসু ভারতীয় শিল্পকলায় গভীর অবদান রেখেছিলেন, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন দেশটি ঔপনিবেশিক শাসনের জটিলতা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর কাজ ‘বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট’-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল; এই আন্দোলনটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সময় গেঁথে যাওয়া পাশ্চাত্য শৈলীর আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্পরূপগুলিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিল। ওয়াশ পেইন্টিং শৈলীর মতো দেশীয় কৌশলের উপর মনোযোগ দিয়ে এবং অজন্তার ম্যুরাল ও মুঘল মিনিয়েচারের মতো ধ্রুপদী উৎস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, বসু ভারতীয় শিল্পের দৃশ্যগত ভাষাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর চিত্রকর্মগুলিতে প্রায়শই ভারতীয় পুরাণ, গ্রামীণ জীবন এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়বস্তু চিত্রিত হয়েছে, যা ভারতের শৈল্পিক শিকড়ের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

বোসের প্রভাব তাঁর নিজের শৈল্পিক সৃষ্টির বাইরেও বিস্তৃত ছিল। শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি শিল্পীদের একটি পুরো প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্পের গতিপথ নির্ধারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশনায় তিনি রামকিঙ্কর বাইজ এবং বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় সহ অনেক বিশিষ্ট শিল্পীকে লালন-পালন করেন এবং সৃজনশীলতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পরিবেশ তৈরি করেন। কলা ভবনে তাঁর অবদান এটিকে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল, যেখানে ঐতিহ্যবাহী কৌশল এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সুসমন্বিতভাবে সহাবস্থান করত।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অলংকরণের দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়, তখন তিনি এক অসাধারণ শিল্প-ইতিহাস রচনা করেন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভারতীয় সভ্যতার নানা দিক;মৌর্য, গুপ্ত, মুঘল, লোকশিল্প; সবকিছুকে তিনি এমনভাবে তুলে ধরেন, যেন সংবিধান হয়ে ওঠে এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক দলিল। আইন ও শিল্প এখানে মিশে যায় এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে।

নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শনের মূল কথা ছিল;তসহজতাই সৌন্দর্য।দ তিনি বিশ্বাস করতেন, জটিলতা নয়, সরলতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীরতা। তাঁর আঁকা রেখা কখনও অতিরিক্ত নয়, রঙ কখনও অপ্রয়োজনীয় নয়;সবকিছুই যেন পরিমিত, সংযত, অথচ গভীর অর্থবহ। এই দর্শন তাঁকে অন্য শিল্পীদের থেকে আলাদা করে তোলে।

১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল, এই মহান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর প্রস্থান কোনো সমাপ্তি নয়; বরং এক নতুন সূচনা। তাঁর রেখে যাওয়া শিল্পকর্ম আজও কথা বলে, আজও অনুপ্রাণিত করে, আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়;আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমাদের শিকড় কোথায়।

আজকের দ্রুতগতির, প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যখন মানুষ ক্রমশ প্রকৃতি ও ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন নন্দলাল বসুর শিল্প যেন এক মৃদু আহ্বান; ফিরে যাও নিজের কাছে, নিজের মাটির কাছে। তাঁর ছবিগুলি যেন বলে;তোমার পরিচয় তোমার শিকড়েই, তোমার সৌন্দর্য তোমার সরলতায়।দ

নন্দলাল বসু ছিলেন এক শিল্পী, এক শিক্ষক, এক দার্শনিক;যিনি রঙের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সত্য, রেখার মধ্যে এঁকেছিলেন ইতিহাস, আর শিল্পের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন এক জাতির আত্মপরিচয়।

তাঁর সৃষ্টি আজও নিঃশব্দে বলে যায়;
শিল্প কখনও মরে না,
শিল্পী চলে যান,
কিন্তু তাঁর রঙ থেকে যায়;
সময়ের ক্যানভাসে,
অমলিন, অনন্ত, অক্ষয়।

চর্চাবাসর ১২৫

বাংলা শব্দ সংকল্প (Sankalpa) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যা দুটি মূলের সমন্বয়ে গঠিত sam (সম্) অর্থ ‘একসাথে,’ ‘সম্পূর্ণরূপে,’ বা ‘ভালোভাবে’। কল্প (কল্প) অর্থ ‘প্রতিজ্ঞা’, ‘সংকল্প’, ‘বিন্যাস’ বা ‘কল্পনা’। একত্রে এগুলোর অর্থ হলো ‘পূর্ণ সংকল্প,’ ‘গম্ভীর প্রতিজ্ঞা’ ‘সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়,’ বা ‘মনের দৃঢ় সংকল্প’। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায় বা পবিত্র অঙ্গীকার স্থাপনকে বোঝায়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘মমতা বাহার, বাংলায় মোদী সরকার’

পুরশুড়ার মঞ্চে রেখা গুপ্তার তীব্র বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়ল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার রোড শো ও জনসভাকে ঘিরে। পশ্চিমপাড়া বেনেপুকুর মাঠে আয়োজিত এই সভা কার্যত বিজেপির শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হয়, যেখানে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে নারী নিরাপত্তা-সহ একাধিক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ব্যাপক

জনসমাগম চোখে পড়ে। রোড শো চলাকালীন রাস্তাজুড়ে সমর্থকদের ভিড়, দলীয় পতাকা ও স্লোগানে গোটা এলাকা রাজনৈতিক আবহে মোড়া হয়ে ওঠে। এদিন মঞ্চ থেকে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, ‘তৃণমূল সরকার রাজ্যটাকে সিন্ডিকেটের পরিণত করেছে, এরা বাংলাটাকে শেষ করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই সরকারকে আর প্রয়োজন নেই। বাংলায় পদ্মফুল চাই, আমি এখানে এসে একটা কথাই বলব আপনারা এখানকার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষতে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।’ তিনি আরও বলেন, ‘পরিবারের সদস্য ছাড়াও আত্মীয় পরিজনদের বলে দেবেন, ইসবার মমতা বাহার, অর বাঙ্গাল মে মোদি সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের দেওয়া হবে ৩ হাজার টাকা করে।’ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই উপস্থিতি রাজ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেখা গুপ্তা সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, বিশেষ করে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ‘বাংলার মায়েরা ও বোনেরা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার।’ এই বার্তার মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবেই মহিলা ভোটারদের দিকে রাজনৈতিক বার্তা ছুঁড়ে দেন। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন ও সুশাসনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে, যেখানে অন্যান্য রাজ্য দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং নারী সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতিগুলিই বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের মূল হাতিয়ার হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে, পুরশুড়ার এই সভা শুধুমাত্র একটি প্রচার কর্মসূচি নয় বরং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দানে আসন্ন নির্বাচনের আগে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। নারী নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং শাসনব্যবস্থা এই তিনটি ইস্যুকেই সামনে রেখে বিজেপি যে আগামীর লড়াই গড়ে তুলতে চাইছে, তা এই সভা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তৃণমূলের মতো বাংলায় বিজেপি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিলে রাজনীতি ছাড়ব: অভিষেক

বনস্পতি দে ● হুগলি

‘তৃণমূল সরকারের মতো বাংলায় বিজেপি যদি বিজেপি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে পারে, রাজনীতি ছেড়ে দেব।’ রবিবার দুপুরে হুগলির ডানলপ মাঠে নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনভাবেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল এনডিএ সরকার। বাংলায় সরকারে এলে মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বিজেপি, যা তৃণমূলের দেওয়া নগদ অর্থের দ্বিগুণ। এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিহারের প্রসঙ্গ টেনে পদ্মশিবিরকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি। সেই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, দেশে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। সেখানে কেন নিঃশর্তে মহিলাদের ভাতা দিতে পারেন না? তিনি বলেন, ‘দিল্লিতে বলেছিল, সরকার গড়লে ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টে ২৫০০ টাকা দেওয়া হবে। ১৪ মাস হয়ে গেল। কেউ পাঁচ পয়সা পাননি।’ শুধু মহিলাদেরই নয়, রাজ্যের

যুবক-যুবতীদেরও মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে অভিষেক বলেন, ‘বিজেপির ইস্তেহার হল চিটফান্ডের লিফলেট।’ এদিন নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘১২ বছর মোদীবাবু ক্ষমতায়। আর বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় ১৫ বছর ধরে। আসুন, রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যাই। তর্ক হোক। বিজেপি যদি দেখাতে পারে কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঁচ পয়সা দিয়েছে বাড়ির জন্য, আমি আর হুগলিতে আসব না। ওরা যদি দেখাতে পারে ১০০ দিনের টাকা দিয়েছে, তৃণমূলের হয়ে প্রচার করব না।’ এখন বাংলার মানুষ যে সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তাতে মোদীর সরকারের ১০ পয়সার অবদান নেই বলেও জানান অভিষেক। বলেন, ‘আমরা কর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করি। বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে। বিজেপি মানেই ডিটেনশন, তৃণমূল মানেই নো-টেনশন।’ বিজেপিকে আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গেও তুলনা করেছেন অভিষেক। বলেছেন, ‘বিজেপি আর তালিবানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তালিবান বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙে। আর বিজেপির গুন্ডারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে।’ বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খেতে দেবে না বলেও দাবি করেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘আমাদের বাংলাদেশি বলে, কারণ আমরা মাছ খাই, মাংস খাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে এরা। স্বামী বিবেকানন্দকে অসম্মান করে। বিহারে বিজেপির উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না। ওরা এই পরিবর্তন আনতে চায় এখানে। তখন আর ডিম, মাছ, মাংস নয়, পনির আর আলু দিয়ে ভাত খেতে হবে।’

খানাকুলে তৃণমূলের অন্দরে ধস!

কোর কমিটি ছাড়লেন দীপেন মাইতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের মুখে খানাকুল বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনে ধস। খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ব্লক সভাপতি দীপেন মাইতি। এই রকম পরিস্থিতিতে ওই নেতা পদত্যাগ করায় খানাকুলে তৃণমূল অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাছাড়া ওই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায়ের কার্যকলাপ খানাকুলের তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুতলার একশ্রেণির কর্মীদের পছন্দ নয় বলে জানা যাচ্ছে। যাদের বুথ জেতানোর ক্ষমতা নেই তাদের নাকি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর এখান থেকেই ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দীপেন মাইতির পদত্যাগ করায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে মনোবল ভেঙে পড়েছে। প্রসঙ্গত, খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি দীপেন মাইতি এক সময় দাপটের সঙ্গে খানাকুলে সংগঠন তৈরি করেন। পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচন পরিচালনা করেন তিনি। খানাকুল এক নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফলাফল করে। বেশির ভাগ পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। পদত্যাগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা দীপেন মাইতি বলেন, ‘তৃণমূল প্রার্থীকে ভুল পথে পরিচালনা করা হচ্ছে। তাহলে কী প্রার্থী জেতানো যায়। যাদের বুথ জেতানোর ক্ষমতা নেই তারা অঞ্চল বা ব্লক কিভাবে জেতাবে। আমি তৃণমূলে আছি। ভোটের সময় সঠিক কাজ করব।’ খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য অভিজিৎ বাগ বলেন, ‘দীপেনদা সিনিয়র লিডার। উনি তৃণমূলে আছেন। তৃণমূলের হয়েই কাজ করবেন। পরিবারে থাকলে ভাই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়।’ অপরদিকে খানাকুলের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুল বরাবর বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফল। এখানে বিজেপিই আবারও জিতবে।’ সবমিলিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হওয়ায় ভোটের মুখে শোরগোল এলাকায়।

হুগলিতে অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন সুরেশ সাউ

‘আপদ’ বিদায় হয়েছে, মন্তব্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার ডানলপ মাঠে সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি সাংগঠনিক নেতা সুরেশ সাউ। তাঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাও ঘাসফুলে যোগ দেন এদিন। গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুরেশ সাউ তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। রবিবার হুগলির ডানলপ মাঠে প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সুরেশের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন অভিষেক। তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য সুরেশের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। অভিষেকের সামনেই পুষ্পা সিনেমার ডায়লগ বলতে শোনা যায় সুরেশকে। কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিষেকের লড়াইকে তিনি পুষ্পা সিনেমার হিরো আল্লু অর্জুনের বিখ্যাত ডায়লগের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, ‘ঝুকে গা নেহি।’ সুরেশ আরও বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে দলটা করছিলাম। কিন্তু আমাদের মত কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তাই আমরাই যদি প্রতারিত হই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন প্রতারণা করা হয়েছে। ভেবেছিলাম ভুল থেকে শিক্ষা নেবে কিন্তু একের পর এক ভুল করেই যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। হুগলিতে একটা আসনও বিজেপি পাবে না। আগামী দিনে বিজেপিতে পতাকা ধরার লোক থাকবে না।’ যদিও সুরেশের চলে যাওয়াকে ‘আপদ বিদায়’ হয়েছে বলে মনে করেন চুঁচুড়ার প্রার্থী সুবীর নাগ। সুবীর নাগ বলেন, ‘লোকসভা ভোটের আগে থেকে দলবিরোধী কাজ করেছে। লকেট চট্টোপাধ্যায় হারার জন্য ওই মূল দায়ী। ওর অনেকদিন আগে থেকে তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমরা অনেক আগেই জানতাম। বেড়ার বাড়ি আজ অট্টালিকা হয়েছে। কীভাবে হল? দল ভাঙিয়ে। ফাঁকা কলসি। কিছুই নেই। এর আগেও তৃণমূলের যোগ দেওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু তখন যায়নি। ও দলের ক্ষতি করেছে। সুরেশ চলে যাওয়ায় দলের কোনও ক্ষতি হবে না।’

উত্তরপাড়া কেন্দ্রে নির্দল হয়ে দাঁড়ালেন আচ্ছে লাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে অবশেষে নির্দল হয়ে দাঁড়ালেন কোন্নগরের হেভিওয়েট নেতা তথা তৃণমূলের প্রাক্তন কানাইপুর পঞ্চায়েত প্রধান আচ্ছে লাল যাদব। রবিবার কোন্নগরে তাঁর অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, ‘আমি নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছি কেন, আমি দেখলাম উত্তরপাড়া বিধানসভায় গত ১৪ বছরে উত্তরপাড়ার একজনকেও স্থানীয় হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেনি। প্রত্যেকবারই বাইরের লোক এনে উত্তরপাড়া বিধানসভায় দাঁড় করিয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই দুর্ভাগ্য। উত্তরপাড়ার মানুষদের কী কোনও যোগ্যতা নেই তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ানোর? সেটাই আমার বক্তব্য। আমার কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। উত্তরপাড়ার বাসিন্দারাও একই কথা বলেন। এগুলো আমাকে শুনতেও হয়। সেই জন্যই আমাকে নির্দল হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হল।’ উল্লেখ্য, আচ্ছে লাল যাদব একজন ব্যবসায়ী। কানাইপুর, নবগ্রাম, কোন্নগর, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া, মাখলা এলাকায় খুবই জনপ্রিয় আচ্ছা লাল। আর এই আচ্ছে লাল যাদবের ভাই দিলীপ যাদব বর্তমানে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান। এই ব্যাপারে আচ্ছা বাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এই ব্যাপারে আমার কোনও বক্তব্য নেই। যার যার জায়গায় সে সে থাকবে। এটা আমার বলার কী আছে।’

চন্দ্রকোনায় সূর্যকান্ত দোলইয়ের প্রচার যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলই সকাল থেকেই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। মানিককুণ্ড অঞ্চলের ভবানীপুর শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। এরপর কাশন্ড, মহাবালা, বওড়া, হেমতপুর, কাশকুলি-সহ একাধিক গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি চালান প্রার্থী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, শোনেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা। সূর্যকান্ত দোলই জানান, আগামী দিনে তিনি নির্বাচিত হলে চন্দ্রকোনা জুড়ে সার্বিক উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। তিনি আরও জানান, যে সমস্ত কাজ এখনও বাকি রয়েছে, তার মধ্যে চন্দ্রকোনা হাসপাতালে আধুনিকীকরণ করা তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নির্বাচিত হলে সেই কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এদিন শতাধিক মোটরবাইক ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জোরদার জনসংযোগ কর্মসূচিতে নামেন চন্দ্রকোনা তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলই।

Format C-1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **TUSHAR KANTI CHATTERJEE, 26/7, Rejaul Karim Sarani (Nayasarak Road), Berhampore, Murshidabad, 742101**

Name of political party: **WEST BENGAL SOCIALIST PARTY**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*Name of Constituency: - **70, REJINAGAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **TUSHAR KANTI CHATTERJEE** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2103/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406 506, IPC
2	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2102/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506 IPC
3	Ld. J.M. 2nd Berhampore Court	2104/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506, IPC

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **SUPRIYO DEY and 32, Jahar Colony, P.O.Bengal Enamel, & P.S. Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743122 (W.B)**

Name of political party: **INDEPENDENT**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*Name of Constituency: - **107- NOAPARA ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **SUPRIYO DEY** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-300/2019 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/325/427/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, mischief causing damage to property amounting to ₹50 or more , Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 142/2020 dated 2020	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 145/147/149/186/188/353/269/270/ 120B IPC and 51 D.M. Act Unlawful assembly, punishment for rioting,, Unlawful assembly, penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant, penalizes the voluntary obstruction of a public servant performing their lawful duty, penalizes assaulting or using criminal force against a public servant to prevent or deter them from discharging their duties, negligent acts likely to spread infection of a dangerous disease., malignant acts likely to spread infection of a dangerous disease. Criminal Conspiracy, punishment for obstructing officials or refusing to comply with directions given by authorities (Central, State, or District) during a disaster Persons in furtherance of common intention.
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 41/2021 dated 2021	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/506/ IPC Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 335/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 324/325/506/427/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 146/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to commit culpable homicide. Act done by several persons in furtherance of common intention. .

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে একাধিক আধিকারিক

বদলির দাবিতে সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় কর্মরত একাধিক পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জেলা বিজেপির তরফে এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছেন বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত পুলিশ আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেডি সাব-ইন্সপেক্টর অমৃতা পাখিরা (দাস), যিনি বর্তমানে বিষ্ণুপুর থানায় কর্মরত এবং পূর্বে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত একটি আলোচিত খুনের মামলায় নাম জড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে নিজের হোম ডিস্ট্রিক্টেই কর্মরত থাকার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও রয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর দীপেশ চন্দ্র সাহা (প্রায় ৮ বছর একই জেলায়), ডিএসপি (ডিআইবি) শান্তনু সেন (প্রায় ৫ বছর একই পদে), ইনস্পেক্টর ইনচার্জ বিষ্ণুপুর থানা গৌতম মিত্র (অ্যান্টি-করাপশন ব্রাঞ্চে মামলা সংক্রান্ত অভিযোগ), ইনস্পেক্টর সুকান্ত দাস (প্রায় ৬ বছর একই জায়গায়), সাব-ইনস্পেক্টর আরিফ আহামেদ (শাসকদলের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ) এবং সাব-ইনস্পেক্টর রঞ্জন চক্রবর্তী (প্রায় ৮ বছর একই থানায় কর্মরত)। জেলা বিজেপির অভিযোগ, এই আধিকারিকরা দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় থেকে শাসকদলের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করছেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা দায়ের, অযথা হয়রানি এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও তোলা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির স্পষ্ট দাবি, সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকদের অবিলম্বে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা থেকে সরিয়ে দূরের অন্য জেলায় বদলি করা হোক, যাতে তাঁরা কোনওভাবেই জেলার নির্বাচনী দায়িত্বে যুক্ত থাকতে না পারেন। দলের মতে, এই পদক্ষেপ না নিলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের একাংশ এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, আইন মেনেই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে এবং অভিযোগগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তীব্র হচ্ছে। এখন দেখার, এই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা এবং তা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা প্রভাব ফেলে।

টিনের ট্যাংকে শিশুকন্যা ও মায়ের দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার, আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: টিনের ট্যাংক থেকে তিন মাসের শিশুকন্যা ও মায়ের দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল সন্দেশখালিতে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে মাকে খুন করে দেহ টিনের ট্যাংকের মধ্যে ভরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে সেই ট্যাংকের মধ্যে শিশুকন্যাকে ভরে মুখ আটকে দেওয়া হয় ফলে শিশুটির পরনের জামা না পুড়লেও ধোঁয়াতে দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। যদিও মৃতার স্বামীর দাবি, স্ত্রী তাঁর মেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাটি গ্রামে। মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সুনিতা মাইতি (৩৫), শিশু কন্যার নাম সুরুতি মাইতি (তিন মাস)। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। ওই গৃহবধূর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার স্বামী বিপ্লব মাইতি জানিয়েছে, শনিবার মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নলপাড়াতে গিয়েছিল আইপিএল খেলা দেখতে। রাত বারোটার দিকে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর রাতে চারটে, সাড়ে চারটের দিকে ঘুম ভাঙলে স্ত্রী সন্তানকে কাছে না দেখতে পেয়ে উপরের ঘরে গিয়ে দেখতে পান একটা বাক্সের মধ্যে স্ত্রী সুনিতা এবং সন্তান পুড়ে মারা গেছে। তবে ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। পাশাপাশি মৃত বধূর স্বামী বিপ্লব মাইতিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, স্বামী বিপ্লব মাইতি পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে।

তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে কাঁকসায় আজ মমতার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শনিবার দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হোটেলে এসে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার আসানসোলে সভা শেষ করে ফের দুর্গাপুরের রাত্রিযাপন করেন। সোমবার বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সোমবার আউশগ্রাম বিধানসভার প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, গলসি বিধানসভার প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি ও দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে কাঁকসায় রঘুনাথপুর গ্রামের ফুটবল ময়দানে জনসভা করবেন মমতা। ময়দানের একপাশে সভাস্থল নির্মাণ করা হয়েছে। অন্য পাশে অস্থায়ী হ্যালিপ্যাড গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে হেলিকপ্টারে নেমেই সভায় যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকাল থেকেই সভাস্থলের কাজ খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। এছাড়াও জেলা ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বেশ কয়েকবার ঘুরে দেখেন। সভাকে ঘিরে রবিবার থেকেই গোটা এলাকায় রয়েছে পুলিশের কড়া নজরদারি। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সী জানিয়েছেন, 'আগামী ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আউশগ্রাম-সহ কাঁকসার বহু সাধারণ মানুষ সভায় যোগ দেবেন। যেভাবে কেন্দ্রের দ্বারা রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে, তারপরেও একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার সুবিধা পাচ্ছেন বাংলার মানুষ। সেই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সকলের সামনে তুলে ধরবেন ও উন্নয়নের বার্তা দেবেন সভা মঞ্চ থেকে।'

দুর্গাপুরে প্রচারের ফাঁকে ফুটবল মাঠে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'খেলা হবে' স্লোগানকে সামনে রেখে এবার সরাসরি ফুটবল মাঠে নেমে পড়লেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবিবার সকালে জেমুয়া এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন তিনি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের আবেদন জানানোর পরই স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে ফুটবল খেলায় যোগ দেন প্রার্থী। এদিন সকালেই দলীয় কর্মী,সমর্থকদের নিয়ে জেমুয়া অঞ্চলে প্রচার শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রচারের ফাঁকে একটি ফুটবল মাঠে যুবকদের খেলতে দেখে হঠাৎই মাঠে নেমে পড়েন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রার্থীকে ঘিরে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়, আর তিনি নিজেও আনন্দের সঙ্গে খেলায় অংশ নেন। তৃণমূলের প্রচারে 'খেলা হবে' স্লোগান নতুন কিছু নয়। তবে প্রার্থীর এভাবে মাঠে নেমে খেলায় অংশগ্রহণ প্রচারে বাড়তি উচ্ছ্বাস ও নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

রণক্ষেত্র অন্ডালের হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। রবিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডাল মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পুলিশের সামনেই হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো মৃতের পরিবার, পরিজন। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ভাঙচুর করা হয় হাসপাতালে থাকা বেশ কয়েকটি দামি গাড়িও। যদিও এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, অন্ডালের অরবিন্দ নগর এলাকায় এক মহিলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুকে ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নিল অন্ডাল মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতাল। মৃত মহিলার নাম ইয়াসমিন বানু (৪২)। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১০ এপ্রিল শুক্রবার পেটের যন্ত্রণার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবং গতকাল শনিবার ওই মহিলার অপারেশন হয় ইয়াসমিন বানুকে। রবিবার সকালে ওই মহিলার মৃত্যু হয় বলেই জানা যায়। চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই মৃত্যু বলে জানায় পরিবারের লোকজন। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পরে মৃতার পরিবার ও পরিজনরা। পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই চলে ভাঙচুর। মৃতের পরিবারের দাবি, যে মহিলার মৃত্যু হয়েছে, তাঁর সন্তানের আজীবন দায়িত্ব নিতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এবং দিতে হবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে চাপা উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

তুলসীবাড়িতে সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: 'আগে ব্রিজ, পরে ভোট।' এই দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলসীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা রবিবার সেতু নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। তুলসীবাড়ি গ্রামে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করে আগত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে প্রতিবাদ জানান। তুলসীবাড়ি থেকে ব্লক সদর চেলিয়ামা যাওয়ার জন্য রাস্তার উপর কাঞ্জিহারা জোড়ে দীর্ঘ দিন ধরে সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন তুলসীবাড়ি-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামবাসীরা এর আগে দলমত নির্বিশেষে চেলিয়ামার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কিছুই কাজ হয় নি। গ্রামবাসীদের পক্ষে পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন মাহাথা, অমিত মাহাথা জানান, 'তুলসীবাড়ি-সহ এলাকার ৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের ব্লক সদর চেলিয়ামা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাওয়ার জন্য একমাত্র এই রাস্তা। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কাঞ্জিহারা জোড়ে সেতু না থাকায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয় সকলকেই। তাই ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সেতু তৈরি না করার কারণেই ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তুলসীবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে। দলমত নির্বিশেষে সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন কাঞ্জিহারা জলাশয়ের সামনে থেকে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল শুরু করে গ্রামের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত জানান গ্রামবাসীরা।'

গ্রামবাসীরা আরও জানান, 'আজকের এই মিছিল সম্পূর্ণভাবে গ্রামবাসীর ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের প্রতিফলন। আমরা প্রশাসনের কাছে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি, অতি দ্রুত কাঞ্জিহারা সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, যাতে আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারি। নচেৎ আমাদের আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি থাকবে।' এই প্রেক্ষিতে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অমিত কুমার চৌরাশিয়া বলেন, 'গ্রামবাসীদের ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তের খবর ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

স্বরূপনগরে তৃণমূল প্রার্থীর স্থায়ী ফলক আকারে প্রতিজ্ঞাস্তম্ভ পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: অভিনব উদ্যোগ নিল স্বরূপনগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বীণা মণ্ডল। শুধু মুখে প্রতিশ্রুতি নয়, ভোটের ইস্তেহার এবার 'তৃণমূলের প্রতিজ্ঞাস্তম্ভ' হিসাবে স্থায়ী ফলোক আকারে মানুষের সামনে উন্মোচন করলেন তৃণমূলের প্রার্থী।

ইস্তেহার প্রকাশে নতুনত্বের ছাপ রাখলেন স্বরূপনগরের তৃণমূলের প্রার্থী বীণা মণ্ডল। রবিবার বীণা মণ্ডল তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহার 'তৃণমূলের প্রতিজ্ঞাস্তম্ভ' হিসাবে স্থায়ী ফলক আকারে মানুষের সামনে উন্মোচন করেন। তাতে তার প্রতিজ্ঞা হিসেবে লেখা আছে ২০২৬ সালের ভোটে জেতার পর তিনি স্বরূপনগরের জন্য কোন কোন উন্নয়নগুলো করবেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পাকা সেতু, কয়েকটি স্কুল ও মাদ্রাসার উন্নয়ন, আইটিআই কলেজ, বন্ধ হয়ে যাওয়া বাস টার্মিনাস আবার পুনরায় তৈরি করা, সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য বাস রুট চালু করা-সহ একাধিক প্রকল্প। তিনি এই ফলক উন্মোচন করে বলেন, 'আমি জেতার পরে এই কাজগুলো আগে করব। তারপরে অন্য কাজ তো আছেই।' শুধু ইস্তাহারেই অভিনবত্ব নয়, রবিবারের প্রচারে অভিনবত্বের ছোঁয়া রাখলেন বীণা। ইছামতি নদীতে নৌকো করে অভিনব প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর। এদিন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরিনীপুর গোপালপুর ঘাটের ইছামতি নদীতে নৌকো করে তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডল ভোট প্রচারে নামলেন। ইছামতি নদীতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ফেস্টুন নিয়ে নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের কাছে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।

যোগীর সভা থেকে ফেরার পথে বিজেপির বাসে হামলা

জখম ১ বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: যোগী আদিত্যনাথের সভা থেকে ফেরার পথে বিজেপি নেতা কর্মীদের বাসে হামলা, ভাঙলো বাসের কাঁচ। আহত এক বিজেপি কর্মী। রাস্তা অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

সোনামুখী বিধানসভা এবং ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের দুই বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে পাত্রসায়ের গোরুহাটতলায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিজয় সংকল্প সভা ছিল। সেখানে সোনামুখী ব্লক এলাকা থেকে একাধিক বাসে করে বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা গিয়েছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, সভা শেষে যখন বাসগুলি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পাত্রসায়ের থেকে সোনামুখীর দিকে ফিরছিল অভিযোগ, ঠিক তখনই ধানশিমলা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় এসে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাসের ওপর হামলা চালায়। ছুড়তে থাকে ইট। ইটের ঘায়ে একটি বাসের জানালার কাঁচ ভেঙে গুড়ো হয়ে যায়। আহত হন এক বিজেপি কর্মী। এরপর বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা ধানশিমলায় বাঁকুড়া-বর্ধমান রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিজেপি কর্মীরা হাতে বড় বড় বাঁশ, লাঠি সোটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দিবাকর ঘরামী। তিনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পথ অবরোধ তুলে দেন। অন্যদিকে, বিজেপির এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির। সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ডঃ কল্লোল সাহা বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যুক্ত নয়। এটা বিজেপির মিথ্যা অপপ্রচার। তৃণমূল কর্মীদের অন্যান্য কাজ আছে, তারা সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।'

ইন্দাসে তৃণমূলের প্রচারে শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: রবিবার ইন্দাস ব্লকের আকুই অঞ্চলে এই প্রচার কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। আকুই দক্ষিণপাড়া থেকে আকুই ফাড়ি মোড় পর্যন্ত একটি বিশাল র‍্যালি করেন শতাব্দী রায়। তাঁর সঙ্গে খোলা গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদি। র‍্যালি জুড়ে হাজার হাজার মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়, যা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। র‍্যালির শেষে খোলা গাড়ি থেকেই জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শতাব্দী রায়। তিনি শ্যামলী রায় বাগদিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন। এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইন্দাসে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

মমতা না থাকলে, বাঙালির অস্তিত্ব বিপন্ন: বাবুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের, মানুষের সমস্যায় তৃণমূল কর্মীরাই মানুষের পাশে থাকে। অন্যকোনও দলের কর্মীদের পায় না মানুষ। তাঁরা জানেন বিপদে একমাত্র ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর করে ৯০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়ে তাদের রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। আর তার দোষর নির্বাচন কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছে। মানুষ জানে আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত না করলে বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব থাকবে না। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা।' রবিবাসরীয় বিকেলে তৃণমূলের জমজমাট তারকা প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্য সভার সাংসদ তথা সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ঊষা রানি মণ্ডলের সমর্থনে প্রচারে আসেন বাবুল সুপ্রিয়। মিনাখাঁর তৃণমূলের প্রার্থী ঊষা রানি মণ্ডলের সমর্থনে মিনাখাঁর মোহনপুরে তৃণমূলের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সেই সমর্থন সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা যায় বাবুল সুপ্রিয়কে।

আইএসএফে ভাঙন, তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: আইএসএফ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন কোটরা অঞ্চলের প্রায় ৫০টি পরিবার। রবিবার তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দেগঙ্গার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ। সঙ্গে ছিলেন ইছা সর্দার-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন কোটরা অঞ্চলের দেগঙ্গার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে জনসংযোগ ও পদযাত্রা ছিল। সেখানেই আইএসএফের সক্রিয় কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে প্রার্থী আনিসুর রহমান বলেন, 'এসআইআর নিয়ে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তাঁরা জানেই না আগামীদিন কি হবে? যাদের নাম বাদ গেছে বা বিবেচনাধীন আছেন, তাঁরা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেই। যাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে, তাঁরাও বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেন। এদিন তেমনই মানুষেরা আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন।'

মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত সিঙ্গি গ্রামের বুড়ো শিবের গাজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: প্রতি বছরের মত এবছরও মহা ধুমধামে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বুড়ো শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার গাজনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামে।

সিঙ্গি গ্রাম থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা মাঠ পেরিয়ে ব্রহ্মাণী নদী অতিক্রম করে ঘোড়ানাশ, আখড়া ও বিষ্ণুপুর হয়ে দাঁইহাটের গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঢাকের তালে, শঙ্খধ্বনি আর 'বোল বোম' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা। বহু ভক্ত ব্রত পালন করে খালি পায়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা গাজনের এক বিশেষ দিক।

এই গাজন উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু সিঙ্গি গ্রামের বুড়ো শিবের মন্দির, যার স্থাপত্য বিশেষভাবে নজরকাড়া। মন্দিরটি মূলত বাংলার ঐতিহ্যবাহী নবরত্ন শৈলীর (নয় চূড়াযুক্ত) আদলে নির্মিত। উপরের অংশে একাধিক গম্বুজ বা চূড়া এবং খিলানযুক্ত প্রবেশপথ মন্দিরটিকে দিয়েছে এক অনন্য সৌন্দর্য। লাল-সাদা রঙের সংমিশ্রণে গড়া এই মন্দিরে প্রাচীনত্ব ও শিল্পরুচির সুন্দর মেলবন্ধন দেখা যায়। দাঁইহাট গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে নিয়ম মেনে বুড়ো শিবের গঙ্গাস্নান সম্পন্ন করা হয়। গোটা আয়োজনকে ঘিরে ছিল এলাকায় উৎসবের আমেজ। ভক্তি আর লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে এখানে।

কাটিহারে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, শোক রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর

পাটনা, ১২ এপ্রিল: বিহারের কাটিহার জেলার কোড়া ব্লকের বাসগড়া চকের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে শনিবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সামাজিক মাধ্যমে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই ঘটনাকে অত্যন্ত 'বেদনাদায়ক' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি অবিলম্বে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে তদারকি করছেন। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে, হরদা থেকে পূর্ণিয়াগামী একটি বাস প্রথমে দুই বাইক আরোহীকে পিষে দেয় এবং তারপরে সামনে থেকে আসা একটি যাত্রীবোঝাই পিকআপ ভ্যানে সরাসরি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় ১০ জন মহিলা, ২ জন পুরুষ এবং ১টি শিশু-সহ মোট ১৩ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১১ জন পূর্ণিয়ার এবং ২ জন কাটিহারের বাসিন্দা।এই দুর্ঘটনায় ৩২ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহতদের পূর্ণিয়া জিএমসিএইচ-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইতবারি বাসুকি জানান, বাসের গতি অত্যন্ত বেশি ছিল এবং চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বাসটি প্রথমে বড়হরা কোঠি থেকে ফেরা সদানন্দ মুর্মু ওরফে রাজেশ (৪০) ও তাঁর ছেলেকে পিষে দেয়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাড়খণ্ডের মেলা দেখে ফেরা পুণ্যার্থীবোঝাই পিকআপ ভ্যানটিতে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মৃতদেহগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল আহতদের চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছে।

শান্তির লক্ষ্যে বৈঠক নিষ্ফলা, ইরানকে দোষারোপ ভান্সের

ইসলামাবাদ, ১২ এপ্রিল: দীর্ঘ প্রায় ২১ ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পরও ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনও সমঝোতা হল না। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কোনও চুক্তি ছাড়াই দেশে ফিরলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স।জানা গেছে, রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৯ মিনিটে 'এয়ার ফোর্স টু' বিমানে করে পাকিস্তান ছাড়েন ভ্যান্স। এর আগে তিনি ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সরাসরি আলোচনা চালান, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি।

শনিবার শুরু হওয়া এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রবিবার ভোর পর্যন্ত চলে। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু;বিশেষ করে পারমাণবিক কর্মসূচি, হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত মতৈক্যে পৌঁছানো যায়নি।মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স জানান, 'দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা কোনও চুক্তিতে পৌঁছতে পারিনি। আমাদের দৃষ্টিতে এটি ইরানের জন্য আরও বড় খারাপ খবর।' তিনি আরও স্পষ্ট করেন, আমেরিকার মূল দাবি ছিল;ইরান যেন কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা সেই সক্ষমতা অর্জনের পথে এগোতে না পারে। কিন্তু ইরান সেই শর্ত মানতে রাজি হয়নি বলেই আলোচনা ভেঙে যায়। তবে ভ্যান্স পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন।

অন্যদিকে, ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সামাজিক মাধ্যমে জানান, আলোচনায় একাধিক বার্তা ও নথি বিনিময় হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। তবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। ইরানের বক্তব্য, কী ভাবে এই বৈঠক থেকে পালাবে, তার অজুহাত খুঁজছিল আমেরিকা। তাই ইরানের ঘাড়ে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার দায় ঠেলে দিয়ে দাবি করতে শুরু করেছে, ইরান নাকি আলোচনা চায় না। এটা যে ওদের বাহানা ছিল, তা স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ব্যর্থ আলোচনা পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা এবং পারমাণবিক ইস্যু ঘিরে ভবিষ্যতে উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ট্রেন থেকে উদ্ধার ১৬৭ শিশু, শঙ্কা পাচারের

কাটনি, ১২ এপ্রিল: বিহার থেকে মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ১৬৭ জন শিশুকে। মানব পাচারের আশঙ্কায় মধ্যপ্রদেশের কাটনি রেলওয়ে স্টেশন থেকে শনিবার গভীর রাতে তাদের উদ্ধার করে রেল পুলিশ ও প্রশাসন। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদ্ধার হওয়া শিশুদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রবিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সামাজিক সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর এবং আরপিএফ জানতে পারে, পাটনা-পুণে এক্সপ্রেসে ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সী বহু শিশুকে সন্দেহজনকভাবে মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পাওয়ার পরই আরপিএফ, জিআরপি, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দফতর এবং শিশু সুরক্ষা আধিকারিকদের একটি যৌথ দল কাটনি স্টেশনে প্রস্তুত থাকে।ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এ পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই অভিযান চালিয়ে এস-১, এস-২, এস-৩, এস-৪ এবং এস-৭ কোচ থেকে মোট ১৬৭ জন শিশুকে নামিয়ে নিরাপদ হেপাজতে নেওয়া

হয়। পরে তাদের প্রাথমিক কাউন্সেলিং করা হয়।

রবিবার আরপিএফ থানার ইনচার্জ বীরেন্দ্র সিং জানান, উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ শিশুই বিহারের বাসিন্দা। শিশুদের সঙ্গে থাকা সাদ্দাম নামে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, তিনি বিহারের আরারিয়া জেলা থেকে এই শিশুদের মহারাষ্ট্রের লাতুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক বলে পরিচয় দেন এবং জানান, বিগত ১০ বছর ধরে তিনি এভাবেই শিশুদের সেখানে নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে প্রায় ১০০ জন শিশু ছিল, বাকি শিশুদের অন্যরা নিয়ে যাচ্ছিল।তবে প্রশাসন এই দাবির সত্যতা ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাই করছে। মানব পাচার বা অন্য কোনও বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারত ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্রর

কাঠমান্ডু, ১২ এপ্রিল: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে পাঠানো ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল রবিবার এই খবর নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলনে যোগ দিতে মরিশাসে রয়েছেন শিশির খানাল। সেখানে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর এক পার্শ্ববৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বালেন্দ্র শাহের আসন্ন ভারত সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মরিশাস থেকে ফোনে বিদেশমন্ত্রী খানাল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালেন্দ্র শাহকে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে ভারত ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নেপাল সরকার সেই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছে। তবে এই সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।বর্তমানে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রক এই সফরের প্রস্তুতি শুরু করেছে। নেপালের বিদেশ সচিব অমৃত রাই জানিয়েছেন, ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে এই সফরের আলোচ্য বিষয় বা 'এজেন্ডা' নিয়ে কথাবার্তা চলছে। দিল্লিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে নেপালের

প্রতিনিধিদের ধারাবাহিক বৈঠক চলছে। এই সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা নিয়ে ঐক্যমত্য তৈরির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, বালেন্দ্র শাহের এই ভারত সফর দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

সংবিধান রক্ষাই কংগ্রেসের লক্ষ্য, ড. আম্বেদকরকে স্মরণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: সংবিধান ও ড. বিআর আম্বেদকরের আদর্শকে সামনে রেখে আয়োজিত 'রান ফর আম্বেদকর, রান ফর সংবিধান' ম্যারাথনকে সবুজ সংকেত দেখালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।রবিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যারাথনের সূচনা করে তিনি বলেন, সংবিধানই ভারতের ভিত্তি এবং ড. বিআর আম্বেদকরের দেওয়া এই সংবিধান না থাকলে আজকের ভারত এই রূপে গড়ে উঠত না।

তিনি অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি সংবিধানকে দুর্বল করতে চায়। আর কংগ্রেসের লক্ষ্য হল, সংবিধানকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত রাখা। তাঁর বক্তব্য, দেশের প্রতিটি প্রান্তে সংবিধানের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নাগরিকদের এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

সব দলকেই চিঠি মোদীর, দলের সাংসদদের হুইপ জারি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর বিষয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভার সব দলের নেতাদের কাছে তাঁদের সমর্থন চেয়ে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে সংসদে নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক আলোচনা হতে চলেছে। ব্যাপক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে, সারাদেশে নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মকে প্রকৃত মর্ম অনুসারে বাস্তবায়ন করার প্রকৃত সময় এখনই। ২০২৯ সালের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে নারী সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখা অপরিহার্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এক কণ্ঠে যাতে এই সংশোধনী বিলটি পাশ হয় চিঠিতে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সাংসদদের কাছে তাঁর আবেদন, সংসদে এই বিষয়ে অনেক সদস্য নিজেদের মতামত প্রকাশ করলে খুব ভালো হবে। এই মুহূর্তটি কোনও একটি দল বা ব্যক্তির উর্ধ্বে। এদিকে, আগামী ১৬, ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন লোকসভা ও রাজ্যসভায় নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম নিয়ে হবে আলোচনা।

বেঙ্গালুরু-মুম্বই বন্দে ভারত স্লিপার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ের মধ্যে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালুর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বেঙ্গালুরু দক্ষিণের সাংসদ পিসি মোহনকে চিঠি দিয়ে এই অনুমোদনের কথা জানান।চিঠিতে জানানো হয়েছে, কর্নাটকের কেএসআর বেঙ্গালুরু স্টেশন থেকে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস পর্যন্ত বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানোর প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী মাসেই এই পরিষেবা শুরু হতে পারে।

ময়দান

রো-কোর ম্যাচে বাজিমাত বেঙ্গালুরুর, নিজের ঘরের মাঠে বড় হার মুম্বাইয়ের

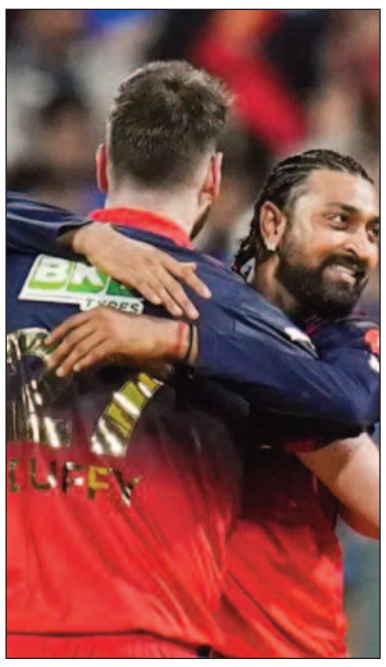

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ ঘিরে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল রোহিত শর্মা বনাম বিরাট কোহলির লড়াই। দুই ভারতীয় তারকা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ালেও জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এখনও অটুট। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত দ্বৈরথ নয়, দলগত পারফরম্যান্সেই বাজিমাত করল বেঙ্গালুরু। তারা ১৮ রানে হারাল মুম্বইকে।

টসে জিতে প্রথমে বেঙ্গালুরুকে ব্যাট করতে পাঠান মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। সিদ্ধান্তটা পরে ভুল বলেই মনে হয়েছে। শুরু থেকেই মুম্বই বোলারদের উপর চড়াও হন ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে দ্রুত রান তোলে বেঙ্গালুরু। মাত্র ৩৬ বলে ৭৮ রান করেন সল্ট। তাঁর ইনিংসে ছিল ছয়টি চার ও ছয়টি ছক্কা। তিনি আউট হওয়ার সময় দলের স্কোর ১২০।

অন্যদিকে বিরাট কোহলি অর্ধশতরান করলেও খুব দ্রুত রান তুলতে পারেননি। ৫০ রান করতে তিনি খেলেন ৩৮ বল। তবে অধিনায়ক রজত পাতিদার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের গতি বদলে দেন। মাত্র ২০ বলে ৫০ রান করেন তিনি। চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসটি বেঙ্গালুরুকে বিশাল স্কোরের দিকে নিয়ে যায়। শেষ দিকে টিম ডেভিডও ১৬ বলে ৩৪ রান যোগ করেন। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে বেঙ্গালুরু তোলে ২৪০ রান, যা ওয়াংখেড়ে মাঠে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর।

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মুম্বই শুরুটা মন্দ করেনি। রায়ান রিকেলটন আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করছিলেন। কিন্তু রোহিত শর্মা ব্যাট করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। চিকিৎসার পরও ব্যথা কমেনি, ফলে ১৩ বলে ১৯ রান করে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। এই ধাক্কায় মুম্বইয়ের ছন্দ নষ্ট হয়।

রিকেলটন ২২ বলে ৩৭ রান করে ফিরলে চাপ বাড়ে। তিলক বর্মাও ব্যর্থ হন। এরপর সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পাণ্ডিয়া লড়াই চালিয়ে যান। দু'জনে দ্রুত রান তুলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন। তবে বেঙ্গালুরুর বোলাররা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নেয়। সুযশ শর্মা ও রশিখ দার নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন। ক্রুণাল পাণ্ডিয়াও বাউন্সারে ব্যাটারদের চাপে রাখেন।

হার্দিক ২২ বলে ৪০ রান করে আউট হওয়ার পর মুম্বইয়ের আশা প্রায় শেষ হয়ে যায়। শেষদিকে শেরফিন রাদারফোর্ড ঝড় তুলে ৭১ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। মুম্বই থামে ২২২ রানে।

এই হারের ফলে মুম্বইয়ের চিন্তা আরও বাড়ল। চার ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে তারা নিচের দিকেই রইল। অন্যদিকে বেঙ্গালুরু ৬ পয়েন্ট নিয়ে উপরের সারিতে জায়গা ধরে রাখল। ম্যাচ শেষে আরও উদ্বেগের বিষয় রোহিতের চোট। পাশাপাশি জশপ্রীত বুমরাহর ফর্ম নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। টানা কয়েক ম্যাচে তিনি উইকেটহীন। অনেকেই মনে করছেন, তাঁকে সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে পারছেন না হার্দিক। সব মিলিয়ে মুম্বইয়ের সামনে এখন একাধিক সমস্যা, আর বেঙ্গালুরু পেল আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর বড় আরো একটি বড় ম্যাচ।

পিছিয়ে পড়েও জয় বাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত তিন ম্যাচে মোহনবাগান একের পর এক পয়েন্ট নষ্ট করেছে। ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসিকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার সেরা সুযোগ ছিল সের্জিও লোবেরার মোহনবাগানের কাছে। তবে শুরুর দিকে পাঞ্জাবের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, আজও হয়তো জলে যেতে পারে মোহনবাগানের পয়েন্ট জয়ের আশা। পাঞ্জাব এফসির আক্রমণাত্মক ফুটবলে দিশেহারা বাগান ডিফেন্স। তবে শেষমেশ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ৩-২ গোলে দুরন্ত কামব্যাক সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের।

এই ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রথমে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে ম্যাচ পিছতে বলা হয়েছিল। পরে পুলিশের অনুমতি নিয়ে মাত্র সতেরো হাজার দর্শক প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তাই রবিবারের ম্যাচের মাত্র ১৭ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল। সেই দর্শকরাই দুর্দান্ত এক ম্যাচ উপভোগ করে গেল। রবিবার প্রয়াত হয়েছেন সুর সমাজ্ঞী আশা ভোঁসলে। যুবভারতীর জায়ান্ট স্ক্রিনে শ্রদ্ধা জানানো হয় এই কিংবদন্তিকে।

ম্যাচের ১২ মিনিটেই এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। বাঁদিক আক্রমণে তুলে বাগানের ডিফেন্সের ফাঁককে কাজে লাগিয়ে গোল করেন ড্যানি রামিরেজ।

প্রসিদ্ধর চারে দাপুটে জয় গুজরাতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবারের বিকেলে ঘরের মাঠে আর জাদু দেখাতে পারলেন না মুকুল চৌধুরী। কয়েক দিন আগেই ইডেন গার্ডেন্সে দুর্দান্ত ইনিংস খেলে প্রায় হেরে যাওয়া ম্যাচ একাই জিতিয়ে রাতারাতি নায়ক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু এদিন ব্যাট হাতে সেই ছন্দের ধারেকাছেও যেতে পারলেন না। ফলে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল লখনউ সুপার জায়ান্টসকে।

টসে জিতে গুজরাত অধিনায়ক শুভমান গিল প্রথমে লখনউকে ব্যাট করতে পাঠান। শুরু থেকেই তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করতে শুরু করেন গুজরাতের বোলাররা। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ দুরন্ত বোলিং করে লখনউয়ের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে দেন। ওপেনার এডেন মার্করামকে ফেরানোর পর আয়ুষ বাদোনি ও নিকোলাস পুরানকেও আউট করেন তিনি। সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে যখন সাম্প্রতিক সময়ের আলোচনার কেন্দ্রে থাকা মুকুল চৌধুরীকেও সাজঘরে ফেরান গুজরাত পেসার। চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন প্রসিদ্ধ।লখনউয়ের ব্যাটারদের কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। একমাত্র এডেন মার্করাম কিছুটা লড়াই করে ৩০ রান করেন। তাঁর বাইরে আর কোনও ব্যাটার ২০ রানের গণ্ডিও পার করতে পারেননি। অধিনায়ক ঋষভ পন্থও ব্যর্থ হন। শেষের দিকে মিচেল মার্শ কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় লখনউ কোনওরকমে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা তোলে ১৬৪ রান। এই রান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে লড়াই করার মতো হলেও গুজরাতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের সামনে খুব বড় লক্ষ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত শুভমান গিল এবং জস বাটলারের দুরন্ত ইনিংসে ম্যাচ সহজেই নিজেদের দখলে নেয় গুজরাত টাইটান্স।

জর্জ টেলিগ্রাফের শতবর্ষে জীবনকৃতি সম্মান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ক্রীড়া ইতিহাসে এক বিশেষ দিন। শতবর্ষে পা রাখল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব, আর সেই মঞ্চেই জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতার লেক ক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ক্লাবের সচিব সুব্রত দত্ত, আইএফএ সচিব ও ক্লাবের যুগ্ম সচিব অনির্বাণ দত্ত, অনিন্দ্য দত্ত, অধীরাজ দত্ত এবং ক্রীড়া প্রশাসক অভিষেক ডালমিয়া। সুব্রত দত্ত বলেন, 'এটা শুধু জর্জ টেলিগ্রাফের নয়, কলকাতা ময়দানের কাছেও গর্বের দিন। বিশ্বনাথ দত্ত, প্রদ্যুত দত্তরা যেভাবে ক্লাবকে দেশের ক্রীড়ামঞ্চে তুলে ধরেছেন, পরবর্তী প্রজন্ম সেই ধারা বজায় রেখেছে।' অধীরাজ দত্তের কথায়, 'মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ষষ্ঠী দুলে, গৌতম ঘোষ, রঘু নন্দী, রঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো বহু ফুটবলার ও কোচ এই ক্লাব উপহার দিয়েছে ময়দানকে।' এই বিশেষ দিনে মোট ১১ জন খেলোয়াড়কেও সম্মানিত করা হয়। তবে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দিয়ে ক্লাব সম্মান জানাল এক উজ্জ্বল ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে। সব মিলিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন হয়ে উঠল স্মরণীয়, যেখানে অতীতের গৌরব আর বর্তমানের সাফল্য একসূত্রে বাঁধা পড়ল।

প্রাক্তণ ক্রিকেটার ও সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দিলেন প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচায ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কানাইলাল আগরওয়াল • তৃণমূল প্রার্থী

উন্নয়নের ঢাকঢোল পেটালেও অনুন্নয়নের ছবিই ইসলামপুরে

চিত্রজিৎ রায় • বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

ইসলামপুরে ১১ বার বিধায়ক হওয়ার পর অবশেষে এবার রাজনৈতিক 'অবসর' নিলেন আব্দুল করিম চৌধুরী। দুর্জনেরা অবশ্য বলছেন টিকিট থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাঁকে। কংগ্রেসের টিকিটে একাধিকবার বিধায়ক হওয়া করিম চৌধুরী ২০১১-র পালাবদলের সময় চলে আসেন তৃণমূলে। পরে ২০১৬ সালের ভোটে হেরে যাওয়ায় তৃণমূল ছেড়ে নতুন দল গঠন করেন। পরে ফের প্রত্যাবর্তন ঘটে জোড়া ঘাসফুল শিবিরে। সেই করিম চৌধুরীর জায়গায় ইসলামপুরে ২০২৬-এ তৃণমূল যাঁকে টিকিট দিয়েছে, সেই কানাইয়ালাল আগরওয়ালও ঘুরেফিরে কংগ্রেসের পাঠশালারই 'ছাত্র'। মজার বিষয় হল, ২০১৬ সালে কংগ্রেস প্রার্থী এই কানাইয়ালালের কাছেই হারতে হয়েছিল জমিদার পরিবারের উত্তরসূরি করিম চৌধুরীকে। আর এবার দলবদলে সেই করিমের কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে ভোটযুদ্ধে কানাইয়ালাল। আর এই কানাইয়ালালের পরপর দু'বার হারের রেকর্ডও রয়েছে। কানাইয়ালালের কাছে বড় চ্যালেঞ্জের নাম মিম। মহম্মদ বাবুল নামে এক প্রাক্তন তৃণমূল কর্মীকে এবার টিকিট দিয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, ভোট কাটাকাটির অঙ্কের খেলায় কানাইয়ালাল পিছিয়ে পড়বেন না তো?

এখন কথা হল কেমন আছে ইসলামপুর। ইসলামপুরের হাজার হাজার মানুষ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের খেদ, এখানে না আছে শিল্প, না আছে কাজের সুযোগ। তার ফলে এই কৃষিভিত্তিক জেলার কাতারে কাতারে মানুষ বাইরে চলে যাচ্ছেন। এমনকী ভোটের সময়ও তাঁদের মধ্যে কতজন হাজির হতে পারেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে এলাকার নেতাদেরও। এদিকে আবার বাংলায় এসে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের নাম বদলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন। তিনি ইসলামপুরবাসীদের স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইসলামপুরের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর করা হবে। তবে এই বার্তা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় এই বার্তা কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এর পাশাপাশি এখনও এই জেলার মানুষের কাছে টাটকা ইসলামপুরের দাড়িভিটের ঘটনা। গত ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাই স্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের। ঘটনার কয়েকবছর কেটে গেলেও উত্তর দিনাজপুরের মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি ঘটনার স্মৃতি। রয়েছে ক্ষোভ। ফলত ২৬ এর নির্বাচনে এর একটা প্রভাব ভোটবাক্সে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শাসকদলের একাংশ এবং শাসকদলের সমর্থকেরাও।

শুধু কী তাই, ভৌগলিক অবস্থানের নিরিখে এই জেলাকে অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিত ডেরা বলে চিহ্নিত করেন অনেকেই। এমনকী বিহার থেকেও সশস্ত্র দুষ্কৃতী জেলায় বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে নিরাপদে গা ঢাকা দিতে পারে। নব্বইয়ের দশক থেকে যাঁরা রাজনীতি সম্পর্কে একটু হলেও খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন জেলার মানুষ এইমসের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। দাসমুন্সীরাই সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর পর দীপা দাসমুন্সীর হাত ধরে সেই এইমস হবে বলে প্রত্যাশা ছিল অনেকেরই। রায়গঞ্জে ১০০ একর জমিতে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল তৈরির জন্য ৮২৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দও করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখনও ভোট এলে উঠে আসে সেই এইমসের প্রতিশ্রুতি সব রাজনৈতিক দলের তরফেই। এমনকী গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতা অমিত শাহের বক্তব্যেও শোনা গিয়েছিল সেই এইমসের প্রতিশ্রুতি।

আর শাসকদলের তরফে কাগজে কলমে উন্নয়নের ঢাকঢোল যতই পেটানো হোক, বাস্তবে চিত্রটা একেবারেই উল্টো। রাস্তা আছে ঠিকই তবে বেহাল অবস্থা সে রাস্তার। খানাখন্দে ভরা। কোথাও ভেঙে চুরমার, কোথাও কাদা আর ধুলোয় মিশে গেছে মানুষের নিত্যদিনের চলাচলের পথ। আর সেখান দিয়ে চলাফেরা এক দুর্বিষহ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা পুরো অচল হয়ে যায়। অবস্থা ভয়াবহ ওঠে রাত হলে। গভীর রাতে কেউ অসুস্থ হলে খাটিয়ায় করে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে হয়, তারপর গিয়ে মেলে কোনও গাড়ি। গর্ভবতী মহিলা বা বৃদ্ধদের জন্য এই যন্ত্রণা যেন মৃত্যুর সমান। আর ঘটনা যে সত্যি তার জ্বলন্ত উদহারণ উঠে আসে ইসলামপুর বিধানসভার গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দিঘি আদিবাসী পাড়া ও গাইসাল বস্তিতে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী সামি খান প্রচারে গিয়ে। তাঁর সঙ্গে থাকা একটি গাড়ি ওই রাস্তায় চলতে পারেনি। অবশেষে গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সে গাড়ি ঠেলে তুলতে হয়। এই দৃশ্যই যেন এলাকার তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর আসল ছবি তুলে ধরে। আর সামগ্রিক ভাবে গ্রামবাসীদের ক্ষোভও রয়েছে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ, সব স্তরেই তৃণমূলের প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর কোনো কাজ হয়নি। ফলে এখানকার মানুষ আজও মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। অথচ উন্নয়নের গল্প শোনানো হয় প্রতিদিন।একই পরিবার দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে জেলা পরিষদের সদস্য পদে থেকেও এলাকার উন্নয়ন না ঘটালেও নিজেদের উন্নয়ন হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা, আর ভোট শেষ হলেই উধাও হয়ে যান এই নেতারা, আর এটাই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। আর সেই কারণে, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী সামি খান গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে জানান, 'যখন ভোট চাইতে আসবে, আগে কাজের হিসাব চাইবেন। তারপর ভোটের কথা ভাববেন।'

ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে, উত্তরবঙ্গের সমভূমিতে অবস্থিত ইসলামপুর বিহার সীমান্তের কাছাকাছি। এখানকার ভূখণ্ড মূলত সমতল ও পলিমাটিযুক্ত, যা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নেমে আসা নদী ও ছোট নদীর জলে পুষ্ট। এই মহকুমার বৃহত্তর পরিসরে কৃষি, পাট, ধান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে চা বাগান স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। এর পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন এবং ছোট ব্যবসাও রয়েছে। ইসলামপুর জাতীয় সড়ক ২৭-এর উপর অবস্থিত, যার ফলে উত্তর-পশ্চিমে শিলিগুড়ি এবং দক্ষিণে রায়গঞ্জ ও কলকাতার সাথে এর সরাসরি সড়ক সংযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, নিকটবর্তী ইসলামপুর রোড এবং হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি লাইনের সংলগ্ন স্টেশনগুলি রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে।

ইসলামপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা-স্তরের শহর এবং রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের অধীনস্থ সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি। এটি একটি সাধারণ শ্রেণির নির্বাচনী এলাকা, যা সমগ্র ইসলামপুর পৌরসভা এবং ইসলামপুর সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্তর্ভুক্ত করে। মূলত বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অংশ হলেও, উত্তরবঙ্গকে রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে সংযোগকারী একটি স্থল করিডর তৈরির উদ্দেশ্যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে ১৯৫৬ সালে ইসলামপুরকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালে এটিকে বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫৯ সালে পৌরসভার মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামপুরে ২০১৯ সালের উপনির্বাচনসহ ১৭টি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে কংগ্রেস ১০ বার জয় পায়। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস চারবার, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) দুইবার এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ১৯৭৭ সালে একবার এই আসনে জয়ী হন। যাঁরা এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল করিম চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর প্রথম জয় ১৯৬৭ সালে। শেষবার জেতেন ২০২১ সালে।বর্তমানে তিনি আসনটি ধরে রেখেছেন। ২০১৯ সালের উপনির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি জিতেছেন। উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনকার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পদত্যাগের কারণে। ২০১৯ সালের ওই নির্বাচনে আবদুল করিম চৌধুরী বিজেপি প্রার্থী সুম্যরূপ মণ্ডলকে ২১,৩৮৭ ভোটে পরাজিত করেন। আবার ২০২১ সালে পুনরায় ৮,২১৩ ভোটে জয়ী হন।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ফলাফল সম্পর্কে আঁচ পেতে হলে প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে, এখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার। ফলে তৃণমূল এই কেন্দ্রে বিজেপির থেকে টিএমসি খুব স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে থাকে। মুসলিম ভোটারদের মধ্যে সীমিত গ্রহণযোগ্যতার কারণে বিজেপি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপুর আসনে একটি স্পষ্ট কাঠামোগত অসুবিধা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিজেপি।তবে এটাও ঠিক বিজেপি এখন ইসলামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমও হয়েছে। আর কংগ্রেস বা বামেদের পুনরুত্থান চাইছে বিজেপি। এতে ইসলামপুরের মাটিতে কোথাও একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে তারা।

কারণ, বাম বা কগ্রেসের কোনও একটি দল ঘুরে দাঁড়াতে পারলে তৃণমূলের ভোট কেটে যেতে পারে। যেমনটা হয়েছে ২০১৪ সালে। তবে ২০২১ বা ২০২৪-এর নির্বাচনী ফল বুঝিয়েছে যে এখন ইসলামপুরের মাটিতে গ্রহণযোগ্যতা কমেছে বাম ও কংগ্রেসের। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য তৃণমূলকে জয়ের ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে সাহায্য করবে ২০২৬ সালেও।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
আবদুল করিম চৌধুরী	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৮,৯৯৯	জানা যায়নি
ডাঃ সৌম্যরূপ মন্ডল	বিজেপি	৬২,৬৯১	জানা যায়নি
সাদিকুল ইসলাম	কংগ্রেস	১০,৯৮২	জানা যায়নি

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
ইসলামপুর	২,১৯,৭২৮	২,১৭,৬৫৭	২,১৭,৩৮৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে খড়গপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

জনসংযোগে এগরা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারী।

বালিগঞ্জ কেন্দ্রের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয় পুরমাতা নিবেদিতা শর্মা এবং সুশীল শর্মার উদ্যোগে মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রচারে বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

প্রচারে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচারে রায়না কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সোমনাথ মাঝি।